বল্লরী।

শ্রীকালিদাস রায় প্রণীত

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা,
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

মূল্য আট আনা।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত

সম্পাদিত।

প্যারাগন প্রেস।

৩২, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীদুর্গাকুমার ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত।

উপহার

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটের

ম্যারিগোল্ড ক্লাবের বন্ধুগণের

করকমলে।

সম্পাদকের নিবেদন

এই গ্রন্থে যে সকল কবিতা সন্নিবেশিত হইল তাহার কতকগুলি ইতিপূর্ব্বে কবির 'কুন্দ' ও 'কিসলয়' নামক কাব্যদ্বয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অবশিষ্ট কবিতাগুলির অধিকাংশই ইদানীং বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

'কুন্দ' কালিদাস বাবুর প্রথম কাব্যগ্রন্থ,—সাত আট বৎসর আগে ইহা তাঁহার কাব্যজীবনের সূচনা করিয়াছিল। ইহার সম্পাদক ও প্রকাশক---কিশোর কবি কালিদাসের গুরুকল্প উৎসাহ-দাতা—সুলেখক রাধিকাচরণ বরাট এখন স্বর্গে। তিনি কবির পিতৃস্বসার পুত্র ছিলেন। ভগবান তাঁহাকে যৌবনেই নিজ অঙ্কে গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার পুণ্য স্মৃতি এই গ্রন্থের কারুণ্যোজ্জ্বল মঙ্গলবিধান করুক।

'কিসলয়ে'র আমিই সম্পাদন করিয়াছিলাম। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্র নাথ মিত্র মহাশয় ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। কুন্দ ও কিসলয় আর স্বতন্ত্র পুস্তক রহিল না। এই 'কিসলয়'-শোভিত নব 'বল্লরী'তে যদিও পুরাতন কুন্দ বড় বেশী নাই, তথাপি যে সকল নূতন ফুল ইহাতে ফুটিয়াছে তাহাতে ইহার শোভা ও সম্পদ সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়াই মনে করি।

কয়েকটি ব্যতীত কবিতাগুলি সমস্তই ছোট—সাধারণতঃ এক-একটি কবিতায় একটিমাত্র সহজ সরল ভাব অল্প কথায় অথচ কবিত্ব-পূর্ণ ভাষায় নিপুণতাসহকারে প্রকাশের চেষ্টা হইয়াছে। বিষয়ভেদে কবিতাগুলি মোটামুটি পাঁচটি পর্য্যায়ে বিন্যস্ত করা হইয়াছে। প্রথম, পারমার্থিক—ভগবানকে আহ্বান ও তাঁহাকে লাভের জন্য ব্যাকুলতা;

দ্বিতীয়, তাত্ত্বিক—সত্য, মায়া, ভক্তি, বৈরাগ্য প্রভৃতি তত্ত্ব-বিষয়ক কবিতা; তৃতীয়, নীতিমূলক; চতুর্থ, নারী, প্রেম ও শিশু সম্বন্ধীয়; পঞ্চম, বিবিধ—প্রধানতঃ প্রাকৃতিক বিষয়ই এই শ্রেণীর কবিতাগুলির উপাদান হইয়াছে।

কবি নিজে বিদেশে। আমাকে তাঁহার পুস্তকের সম্পাদন-ভার দিয়াই তিনি নিশ্চিন্ত। সুতরাং বলা বাহুল্য যে এই গ্রন্থ-প্রকাশের সকল ত্রুটির জন্য আমিই সম্পূর্ণ দায়ী।

শ্রীমান কৃষ্ণদয়াল বসু ও সরসীলাল চক্রবর্ত্তী যথেষ্ট পরিশ্রম করিয়া এই পুস্তকের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা আমাদের ধন্যবাদ-ভাজন।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

কলিকাতা।
১৫ই আষাঢ়, ১৩২২

বল্লরী ।

চীয়তে বালিশস্যাপি সৎক্ষেত্রপতিতা কৃষিঃ

ন শালেঃ স্তম্বকরিতা বপ্তুর্গুণমপেক্ষতে ॥

মুদ্রারাক্ষসম্

বন্দনা

প্রণাম।

(গীতা)

তুমি গো সৃজন-স্থিতির কারণ, তুমিই নাশের ক্ষেত্র,
অনন্ত-বাহু অসীম-প্রভাব, রবি শশী তব নেত্র।
মুখমণ্ডলে হুতাশন জ্বলে দাউ দাউ শিখা সপ্ত,
আপনার তেজে বিরাট বিশ্বে করিয়া রেখেছ তপ্ত।

নভোমণ্ডল-ব্যাপী ও বদনে নানাবর্ণের স্ফূর্ত্তি,
সুবিস্ফারিত-দীপ্ত-বিশাল-নেত্র-শোভিত মূর্ত্তি।
হেরিয়া এ'রূপ, হে বিরাটভূপ, ইন্দ্রিয়ময় ভ্রান্তি,
অপগত মোর স্থৈর্য্য ধৈর্য্য, অপগত মোর শান্তি।

ওগো আদিদেব পুরাণ পুরুষ, তব রূপে নাহি অন্ত,
ব্রহ্মাণ্ডের একক নিধান চিরজ্ঞেয় জ্ঞানবন্ত,
হে পরমধাম, তোমার মাঝারে ধরেছ নিখিল বিশ্বে,
বিরাজিছ তা'র রন্ধ্রে রন্ধ্রে, রুদ্র ও শিব দৃশ্যে।

কভু পিতামহ, কভু বা অনল, যম তুমি কোনো ছন্দে,
বায়ু, প্রজাপতি, দশ শত বার নমি তব পাদ-পদ্মে,
অমিত-প্রভাব সবার মাঝারে আছ, তাই তুমি সর্ব্ব,
নমি চারি পাশে পিছে পুরোভাগে শীর্ষ করিয়া খর্ব্ব।

শাশ্বত সত্য।

তোমার সত্য-ভাণ্ডার, দেব, খুলে দাও, খুলে দাও,
ভবের ভীষণ আঁধারের পানে আলোক-নয়নে চাও।
হেথা আঁধারে সবাই বৃথা খুঁজে মরে,
যাহা পায় তাই বুকে চেপে ধরে,
সত্য পেয়েছি বলিয়া গর্ব্বে হাঁকিতেছে "নাও নাও",
তোমার সত্য-আলোকে তাদের ভ্রান্তি বুঝায়ে দাও।

তোমার সত্য বিমল জ্যোতিতে ব্যোম মাঝে শোভা পা'ক,
ভ্রান্তির পথে অবোধ মানব থমকি' দাঁড়ায়ে চা'ক।
শ্রুতি, দর্শন, স্মৃতি, বিজ্ঞান,
বেদ, বাইবেল, সূত্র, কোরাণ,
আপন আপন ধূলি মাটী শিরে স্তম্ভিত হ'য়ে যা'ক,
জগতের শত গর্ব্বিত গুরু নতশির হ'য়ে থাক।

তোমার সত্য স্বর্গীয় দীপ একবার ধরো তুলে,
অতীতের স্তূপ শুধু ছাই, সবে দেখুক চক্ষু খুলে।
জগতের এই কোলাহল মেলা
হ'য়ে যা'ক সব বালকের খেলা,
শিক্ষা, দীক্ষা, সভ্যতা, জ্ঞান, সব মিশে যা'ক ভুলে,
তোমার সত্য স্বর্গীয় দীপ, ধরো তুমি ধরো তুলে।

আগমনী।

(সঙ্গীত—'আমার জন্মভূমি' সুরে)

নীরস-ধরা-সরস-করা হরষ-ধারা বহি',
সকলশোক-দুঃখ-হরা আয় মা দয়াময়ি ॥

* * *

মা তোর আবাহনের লাগি' নিখিল আজি আছে জাগি',
শ্যামল ধানে, আলোর বানে, পাখীর গানে ভরা,
ও সে মুছ্‌লো তাহার আঁখির বারি, ঘুচ্‌লো অলস জরা।

* * *

নদী তড়াগ পূর্ণ নীরে, উছলে পড়ে চূর্ণ তীরে,
অমল জলে, কমল দলে, কলমরালকুলে,
তারা লুটে পড়ে সোহাগভরে মা তোর পাদমূলে ॥

*

মা তোর আগমনীর গানে দোয়েল শ্যামা জাগায় প্রাণে,
ছাতিম ফুলের পরাগ মেখে মেতে বেড়ায় অলি,
ওগো শিউরে ঝরে শিউলি কুসুম, ফেল্‌বে চরণ বলি'।

* * *

আঁক্‌বে জবা থলকমলে আল্‌তা মা তোর চরণ-তলে,
পল্লীমা যে কাশের দুধের ঢেউয়ে ঢেউয়ে ধুয়ে,
ও সে উথলে উঠে ফল ফসলে উঠান মাচান ভুঁয়ে ॥

* * *

মা তুই প্রেমে এম্‌নি মাতাস্‌, হতাশ যে পায় আশার বাতাস,
আতুর ক'ভাই জুটবে সবাই মা তোর আঁচল-ছায়ে,
তারা প্রেমে বাতুল লুটবে মা তোর রাতুল রাঙ্গা পায়ে ॥

প্রার্থনা

শত্রু যদি দিতে হয় দাও তবে ভীষ্ম সম,
ওহে জগদীশ!
যার শরজাল দেয় বক্ষ চিরি' পরাজ্ঞান,
শিরে শুভাশীষ।
চাহি নাক মিত্র আমি, সে যদি শকুনি সম
চাটু সুধা মাখি'
সেবন করায়ে নিত্য কুপথ্যগরলরাশি
মৃত্যু আনে ডাকি'।

করগো ভিখারী মোরে, সে যদি বিদুর সম
চির-তৃপ্ত-প্রাণ,
মধুর ক্ষুদের লাগি' যার দ্বারে ফিরে ফিরে
আসে ভগবান।
করো নাক নৃপ মোরে, সে যদি যযাতি সম
ভোগে অন্ধ হায়,
নিজজরা-বিনিময়ে পুত্রের যৌবন লাগি'
মরে পিপাসায়।

দাও প্রভু পরাজয়, সে যদি বলির মত
ত্রিভুবন-হারা,
বালক বামন পদে বিকাইতে পারি শির,
লভি' চির-কারা।

চাহিনাক জয় তবু সমগ্র ভারত-রাজ্য
জিনিয়া সমরে,
স্বজন-সন্ততি-হারা কুরুক্ষেত্র-শ্মশানের
সিংহাসন 'পরে।

চির বর্ষা দাও মোরে, জীবনে আসুক বন্যা
প্রচণ্ড দুর্ম্মদ,
বর্ষণে বিদারি' বক্ষ আনে যেন সুধাস্নিগ্ধ
শ্যামল সম্পদ।
চাহিনা ফাল্গুন আমি ফুল-দল-কিসলয়ে
অলস সুন্দর,
সে যদি স্বপন ভাঙি' নিয়ে আসে বৈশাখের
ব্যথিত মর্ম্মর।

বিশ্বরূপ।

দিব্য দৃষ্টি দাও দয়াময়, হেরিব আজিকে বিশ্বরূপ,
বেঁধেছি হৃদয়—বিরাট বিশাল বপুতে বিকাশ', বিশ্বভূপ!
কোটি কোটি রবি, গ্রহ তারা সবি তোমারি নয়নে দীপ্ত হোক;
তোমারি চরণ ঘিরিয়া ঘিরিয়া আরতি করুক সপ্ত লোক।
একদিকে ধাতা সৃজুক বিশ্ব—তুলিয়া বীণায় তন্ত্র-তান,
করুক চূর্ণ মহাকাল আসি সৃষ্ট জগৎ-যন্ত্রখান।

স্থূল যাহা আছে হোক্ স্থূলতম, সূক্ষ্ম যা আছে সূক্ষ্মতর ;
তোমাতে করুক ছুটাছুটি যত দেব-প্রেত-পশু-যক্ষ-নর।
তোমার চিহ্নরে জ্বলুক বহ্নি, নিঃশ্বাসে বোক্ মরুদ্গণ ;
চরণের তলে ছুটুক সিন্ধু, বক্ষে লুটুক তড়িদ্ ঘন।
তোমার বিরাট বদন-বিবরে সকল সাধনা, কর্ম্মচয়
হেরি আগে হ'তে তুমিই করেছ, যাউক ধর্ম্মাধর্ম্ম ভয়।

তুমিই কর্ত্তা, তুমিই হর্ত্তা, আমি শুধু নাথ, যন্ত্র তব,
সকল অরাতি তোমাতে শাসিত, দাও এ ধারণা মন্ত্র নব।
গাণ্ডীব হাতে দাও তুলে দাও, ক'রে দাও প্রাণে উগ্রতর,
জীবন-সমরে হইতে চলিব তব সারথ্যে অগ্রসর।

নিবেদন।

ক'রোনা জীবন মম দীর্ঘিকার মত
চিররুদ্ধ,—কাজ নাই মরালে, কমলে ;
নদীসম ছুটিবারে দাও অবিরত
সিন্ধুপানে—ক্লান্ত, শ্রান্ত, ব্যথিত উপলে।

পাথরের ফুলসম অমর অক্ষর
করিয়া রেখোনা মোরে প্রদর্শনী-গেহে,
কর মোরে বনফুল মধুগন্ধময়,
ঝরি গো নিভৃতে, ফুটি নীহারের স্নেহে।

অনুসন্ধানের শেষ।

(জালালুদ্দিন রুমী)

ভাবিনু আমি তোমার সাথে হ'ল বা ছাড়াছাড়ি,
খুঁজিনু তাই দেশ বিদেশে তোমারে মনোহারি।
যেরুসালেমে গেলাম আমি, গেলাম ক্রুশতলে,
খুঁজিনু আমি পাগোদাশত, খুঁজিনু জলে থলে।
মক্কা গিয়া, মদিনা গিয়া, কান্দাহারে গিয়া,
হেরাত গিরি-শিখরে পুনঃ খুঁজিল মোর হিয়া।
হিন্দুদেশে সিন্ধুজলে খুঁজিনু দয়াময়ে,
অনেক মাথা কুটিনু আমি দরগা দেবালয়ে।
অনেক খুঁজি' দেখিনু শেষে দুনিয়া ঘুরে স্বামি,
আমার মাঝে রয়েছ তুমি, তোমার মাঝে আমি।

নবীন সৃষ্টি।

(সঙ্গীত)

গভীর আঁধার,—মরম-মাঝারে প্রলয় ছাড়িছে হুঙ্কার,
এস নাথ মম হৃদয়-পদ্মে তুলি বীণে আজি ঝঙ্কার।
গাহ দেব গাহ পরমানন্দ, প্রলয়াবসানে বেদের ছন্দ,
নিনাদি' অম্বু জাগাক কম্বু সৃজন-মন্ত্র ওঙ্কার॥

শূন্য জীবনে কর হে স্রষ্টা, নবীন সৃষ্টি-সূচনা ;
নব প্রজাপতি উজল বিশ্ব করুক তাহার রচনা।
বাহির বিশ্ব হ'য়ে যাক্ হারা, জাগুক হৃদয়ে কোটী শশী তারা,
সবিতার তেজে মাভৈঃ মন্ত্রে চিহ্ন না থাকে শঙ্কার ॥

অন্তর ও বাহির।

কেমনে তোমারে পাব ভাবি অনুখন,—
অন্তরে বাহিরে মোর হলনা মিলন।
অন্তর সে ধীরে বুকে আনিবারে চায়,
বাহির যে কোলাহলে তোমারে তাড়ায়।
স্বচ্ছ পূত ভাব-নীর হৃদয়-সরসে
ভাষা-বন্ধ-ফেনপুঞ্জ রেখেছে ঢাকিয়া,
ভাতিল না প্রতিবিম্ব মঙ্গল পরশে,
শব্দের বুদ্বুদরাশি রাখিল রোধিয়া।
মরম যে গোপ্য মন্ত্র চাহিল লুকাতে,
চীৎকারি' প্রকাশ তাহা করিল বদন ;
আত্মা যাহা বাঁধিবারে চাহে আপনাতে,
ইন্দ্রিয়-প্রহরী তার কাটিল বাঁধন।
জ্ঞান যাহা নেত্র মুদি' করিল অর্জন,
হারাল নিমেষে চাহি' বিভার নয়ন।

তোমার ডাক।

মাঝে মাঝে দেব, মনে হয় ওগো, মোর খোঁজ তুমি রাখহে,
নানা কোলাহলে ডুবে যায়, তবু মনে হয় তুমি ডাকহে।
সংসার ডাকে, শুনে ছুটে যাই,
ছলে ডাকে আশা শুনিবারে পাই,
প্রলোভন ডাকে বাঁশরীর তানে হৃদি করে' উঠে টলমল।
প্রকৃতি ডাকিছে বীণা-নিনাদনে,
বাসনা ডাকিছে ডঙ্কা-বাদনে,
মিছে কাজ ডাকে ভেরীগরজনে, পশে কানে সেই কোলাহল।
নানা ঝঞ্ঝনা ডাকের বাজনা, প্রাণ শুধু কেড়ে নিতে চায়,
তুমি কোথা ডাকো একতারা-তারে ডুবে যায় তাহে ডুবে যায়।

খোঁজ লও যদি ওগো দয়াময়, চোখে চোখে তবে রাখহে,
কর্ণ-পটহ দীর্ণ করিয়া নাম ধরে' মোরে ডাকহে।
সব ডাক যেন সরায়ে রাখিয়া
তব ডাক মোরে দেয় চমকিয়া,
তব ডাক রূঢ় নিঠুর দৃঢ় কাঁপায় পরাণে থর থর ;
আনহে ভ্রূকুটি নয়ন অরুণ,
পরুষ কণ্ঠ, বেদনা দারুণ,
বজ্রনিনাদে করহে ঘোষণা তোমারি বারতা খরতর।
হেলা করে গেছি, তব দেব ভাষা বুঝি নাই আমি চিনি নাই,
জেগে দাও বুকে অনল আখরে—বলিনাক যেন শুনি নাই।

তোমার তত্ত্ব ।

(সাদীর ভাবাবলম্বনে)

শুধা'লে তোমার তত্ত্ব সবে কহে কথা;
না শুধা'তে বলিবার কত ব্যাকুলতা ।
তুমি তাহাদের কিছু দাওনি সন্ধান,
তবু তারা জানি বলে' করে অভিমান !
যার পানে চাহিয়াছ প্রেমের নয়নে,
বরিয়া লয়েছে তোমা যে প্রেম-জীবনে,
তার সনে নিতি তব শত কথা হয়,—
তাহারে শুধালে সে ত নিরুত্তর রয় !
ছল ছল আঁখি-যুগ, জুড়ি' দুটি পাণি,
বলে সে গো "জানি কিগো, জানি কতখানি ?
কি বলিতে কি বলিব, হবে কি না হবে,
বলিতে প্রিয়ের কথা কে পেরেছে কবে ?"
যে জন চরণতলে নিতি রহে বসি'
বলিতে তোমার বার্ত্তা সে নহে সাহসী ।

উন্মাদনা ।

(জালালুদ্দিন রুমী)

মাতাও প্রভু, মাতাও তব প্রেমের মদিরায়,
উচ্ছলিয়া দাওগো সুরা নয়ন-পিয়ালায় ।

তোমারি ছবি ফুটুক মম হৃদয়-দরপণে,
বিনত করত শিরস মোর ও কর অরপণে।
নয়ন মোর মুদায়ে দাও রেঁহার কলিসম,
অলক তব বুলায়ে দাও ললাট 'পরে মম।
কহগো কথা—আনন তব বাগান ভরা ফুল—
মুকুলে যথা কোয়েলা গাহে, গোলাপে বুলবুল।
আনার-রস ঢালিয়া হাসে, চিনির 'পানা' চুমে,
মোহন তব সিরীণী-রসে মগন কর ঘুমে।

চির প্রকাশ।

আঁধারে তোমারে খুঁজেছি বৃথায় ঘুরে ঘুরে সারারাতি,
গিরিদরীমাঝে, গহনে গহনে হাতে লয়ে ক্ষীণ বাতি।
হে চির প্রকাশ, আলোর মাঝারে
হারায়ে তোমায় খুঁজি যে আঁধারে,
সকল আলোর পরম আলোক জ্বল্ জ্বল্ তব ভাতি।

লুকায়ে বেড়ান নহে তব কাজ, বৃথা কেন খোঁজা তবে?
নয়নের বলে ভেদি' তেজোজালে তুমি আসো অনুভবে।
তোমারে হেরিতে হে মহাতপন,
দীপ জ্বালি' নিশা বৃথায় যাপন,
তোমার আলোকে তোমারে হারাই, ঝলসে নয়নপাঁতি।
আঁধারে তোমায় খুঁজেছি বৃথায় ঘুরে ঘুরে সারা রাতি॥

রুদ্র ও শিব।

হৃদয়ে যদি শ্মশান কর তিমিরময় ভীষণ,
তাহে তোমারি লাগি' হইবে শব-সাধনা।
আলোকময় করগো যদি কুসুমদীপ-ভূষণ,
তবে আরতি হ'বে বাজায়ে মধু বাজনা।

মরমে যদি বিদারি' দাও দারুণ অসি-আঘাতে,
তবে রুধির-ধারা চরণে যাবে ছুটিয়া,
চরণে যদি পরশ কর সরস-পদ-প্রভা-তে,
তবে হইয়া সিতকমল রবে ফুটিয়া।

দাহন যদি করগো হৃদি পরশ করি' অনল,
তবে ধূপের মত দহিয়া তাহে মরিবে,
তাহারে যদি হৃদ্য কর স্নিগ্ধ পূত শীতল,
তবে অগুরু রস হইয়া পদে ঝরিবে।

সুখে বা দুখে, পুণ্যে পাপে, যেমনে রাখ এ দাসে,
চির করুণা এই চরণে তব মাগি হে,
তোমার পূজা সাধনা লাগি' তোমারি পদসকাশে,
যেন আমারি সব সত্ত রকে জাগিয়ে।

কামনা।

পতন হয় যদি, সে যেন জানু পাতি'
তোমারি আরাধনে হয় শেষ,
অশ্রু ছুটে যদি, ছুটে গো যেন তব
মহিমা দয়া হেরি', পরমেশ।
বিদরে হিয়া যদি, পরের দুখ হেরি'
হৃদয় হয় যেন শতখান,
মরণ আসে যদি, পালিতে তব ব্রত
জীবন হয় যেন অবসান।

মরণ।

আমি তপনের মত চাহিগো মরণ,
উজলিয়া সান্ধ্যরাগে হাসিতে হাসিতে,
হোক্‌না সে স্বল্প কেন ধরার জীবন,
হোক্‌না সে দিন দিন যাইতে আসিতে।

চাহিনা মরণ আমি চন্দ্রমার মত,
পক্ষ ধরি' তিলে তিলে ক্ষয়ের যাতনা,
হোক্‌না জীবন দীর্ঘ হ'তে পারে যত,
চারি পাশে তারাদল করুক অর্চ্চনা।

যাত্রা।

অমৃত দেশে যদি যাইবে, তবে দাও
প্রখর স্রোতে তরী ঠেলিয়া,
ত্বরায় যাবে চলি' অথবা সব ভুলি'
অতল তলে যাবে চলিয়া।
তুফান বায়ু হেরি' কি হবে চির দুখ
চড়ায় বেঁধে রেখে তরণী ?
মরিবে তিলে তিলে, জীবন স্রোত বাহি'
উপেখি' চলে যাবে ধরণী।

অপ্রবুদ্ধ উপভোগ।

পড়েন গোঁসাইখুড়ো,—গদ গদ ভাষা—
সুর করি' ভক্তিভরে ভাগবত-শ্লোক ;
মুগ্ধ হ'য়ে চেয়ে রয় ভক্তি-প্রাণ চাষা,
পাঠমাত্র শুনি' জলে ভরে' গেল চোখ।

ফিরিয়া তাহার দিকে কহেন গোঁসাই,
"অর্থ না করিতে তুই কি বুঝিলি বল ?"
চাষা কয়—"হে ঠাকুর, কিছু বুঝি নাই,
জানিনা তবুও পোড়া চোখে কেন জল।"

মায়া।

ভাল করে’ টেনে দাও মায়া যবনিকা,
ভাল করে’ ঢেকে দাও এপার ওপার
নিবিড় নীরদ দিয়ে। যাদুর অঞ্জন
ভাল করে’ এঁকে দাও নয়নের পুটে,
মায়ারাজ্য ভাসাইয়া সোনালি স্বপনে
সম্মোহনবনরাজি ঘন করে’ তুলো
চারি দিকে, বদ্ধ করি বাহিরের পথ;
ভাল করে’ রঙ্গমঞ্চ উঠুক উজলি’।
সবি কিগো ব্যর্থ হবে সোনার সংসার?
এত আশা, ভালবাসা, সাজান বাগান,
গ্রাসিবে শূন্যতা আসি’ নিষ্ঠুর ভীষণ?
কুহেলি লুটিয়া লবে কোন্ জাগরণ?
খুলোনা দিগন্তদ্বার! সত্যতেজোজ্বালে
মায়ার জোনাকী, দগ্ধ হব পালে পালে।

প্রকাশ-পীড়ন।

লৌহবর্ম্মাবৃত পাপ ব্যথা তাপ বাড়ায় শরীরে,
ন্যায়ের শাণিত অসি রক্তস্রোতে আনে যে বাহিরে;
পাপ সেকি রহে ঢাকা? ছিন্ন বাস যার আবরণ
কুশাগ্র প্রকাশে তারে, কমে কিন্তু প্রকাশপীড়ন।

সত্য।

সত্য সে ত অবিশ্রান্ত সাধনার ফল,
তরুর বুকের রক্তে সরস মধুর ;
নহে সে রঙ্গীন ফুল অলস উজল,
ক্ষণিক-কামনা-জাত লতিকা-বধূর ।

এ নহে জনকাঙ্গত অনায়াসাগত,
ছলজিত, অপহৃত রাজসিংহাসন,
এযে জয়, দিগ্বজয়; বক্ষে লভি' ক্ষত
হারাইয়া ধর্ম্ম-যুদ্ধে সন্ততিস্বজন ।

এ নহেগো স্বতঃ স্রুত, গিরিপাদতলে,
ঋতুর প্রভাবগত উৎস ধারাচয়,
ভূমি-গর্ভে এ যে বহু খননের বলে
উত্থিত কূপের বারি, অমল অক্ষয় ।

এ নহে চাঁদের আলো শীতল তরল,
এ যে দীর্ণঘন-হৃদে চপলা প্রখর ;
স্নেহের আশীষ নহে ধান্য দুর্ব্বাদল,
কাননে কান্তারে তপে অর্জ্জিত এ বর ।

স্ফটিক গৃহ।

এ জগৎ মুকুরের গৃহ, হেথা শত প্রতিবিম্ব ঘিরে,
তোমার সকল ভঙ্গিভাব তোমাকেই নিত্য দেয় ফিরে।
প্রসন্ন মধুর মুখগুলি চারিদিকে যদি প্রয়োজন,
প্রসন্ন সহাস মুখে তবে এ গৃহেতে কর বিচরণ।

অমিল।

জাগি' আজি বিশ্বপটে প্রকৃতি-সুন্দরী
ছন্দোবন্ধে শোভিতেছে কবিতার সম;
কি সৌন্দর্য্য, কি মাধুরী ঢলে অঙ্গ ভরি!
বর্ণে বর্ণে তালে তালে লাস্য মনোরম।
রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সুষমা-বিকাশে
কত অলঙ্কারে সে যে রয়েছে ভূষিয়া;
কূজনে, সঙ্গীতে, মন্দ্রে, নানা অনুপ্রাসে,
করিতেছে সুধাবৃষ্টি শ্রবণে পশিয়া।
অলি ফুলে, নারী নরে, বিটপী লতায়,
লহরে লহরে কিবা নীহারে নীহারে,
কি সুন্দর মিল আহা সিন্ধু জোছনায়!
জগৎ উঠেছে মাতি' মিলন-ঝঙ্কারে।
এক পংক্তি ছন্দোবন্ধ-রস-মিলহীন—
আমি শুধু এ সৌন্দর্য্য করেছি মলিন।

বাকী পথ।

(জালালুদ্দিন রুমী)

তুমি ছিলে ধূলিরাশি নির্জীব অসাড়,
আত্মায় ভূষিল যেবা জীবন তোমার,
জড় তুমি হইয়াছ চৈতন্যে অক্ষয়,
অন্ধকার হইয়াছে পুণ্য জ্যোতির্ম্ময়,—
এতদূর যে তোমারে আনিল আগায়ে,
সুপ্তি হ'তে যে তোমারে রাখিল জাগায়ে,
বাকী পথ সেই প্রভু বাড়ায়ে দু'কর
বুক 'পরে লবে টানি' হয়োনা কাতর।
তার আকর্ষণে বাজে যদি বা বেদনা,
তারে জেনো আনন্দের পূত উন্মাদনা।

সম্যক্ দৃষ্টি।

মোরা হেরি মধ্য শুধু, তাই হেরি শত দ্বন্দ্ব ভেদ,
আদি অন্তে নাহি জানি যথা মিলে সকল বিচ্ছেদ।
মোরা হেরি অংশ শুধু, তাই হেরি সবি লক্ষ্যহারা,
সমগ্রেরে নাহি জানি যথা সবি নিয়ন্ত্রিত তারা।
কমলের শত দলে হেরি মোরা বৈচিত্র্য-বিকাশ,
বৃন্ত তার রহে ঢাকা অবলম্ব—মিলন-নিবাস।

দ্বন্দ্ব-দশক।

আনন্দ ও সুখ।

আনন্দের নাহি জাতি, নাহি বিদ্যা, সজ্জা, শোভা, বেশ,
পাগল—ধূলায় লুটে, নহে জ্ঞাত তার গোত্র দেশ।
ভিক্ষা-কার্য্যে নাহি লজ্জা, লাঞ্ছনায় নাহিক ভ্রূক্ষেপ,
বন্দে তার নাহি শ্রদ্ধা, নৃত্য করি' চরণবিক্ষেপ।

সুখ সে রাজার পুত্র, আভিজাত্যে গর্ব্বস্ফীত মন,
ফুল-শয্যা 'পরে যাপে কর্ম্মহীন বাসনী জীবন;
শত্রু-ভয়ে চিত্ত কাঁপে, ম্লান মুখে চাহে ভূতাপানে,
সমস্ত নিখিলে কৃপা করিবার স্পর্দ্ধা তবু প্রাণে।

ধনী ও মণি।

এখানে ধনী হবে মণিরে বেঁধে রেখে
এ বৃথা আশা মিছে কেন গো কর আর?
এখান হ'তে সব চলিয়া একে একে,
স্বরগে জমিতেছে মণির ভাণ্ডার।
কাঙ্গাল হেথা মোরা, ভিখারী অতি দীন,
স্বরগে ধনী মোরা রাখি না কারো ঋণ।

ভক্তি ও ঘৃণা।

ঊর্দ্ধে ছুটে উৎস সম ভক্তি, হৃদি ভেদিয়া,
স্বরগপানে টানিতে চাহে হৃদয়ে ;
ঘৃণা সে নামে প্রপাতসম মরম-দ্বার ভাঙ্গিয়া,
হৃদয়ে নীচে আনিতে চাহে নিরয়ে।

ভক্তি সে যে মরমফুলে আলোকে তুলে ফুটায়ে
পুলকভরে গন্ধ মধু বিতরি' ;
ঘৃণা তাহারে সঙ্কোচেতে মুদিয়ে আনে গুটায়ে,
অন্ধকারে কৃষ্ণ দলে আবরি'।

বল ও প্রেম।

বাঁধন যদি খুলিতে হবে আঙ্গুলে কর পরশন,
ছুরিকা শুধু বিভাগ করে ছেদনে ;
সকল দ্রোহ দ্বন্দ্বে প্রেম শান্তি করে বরষণ,
শক্তি শুধু বাড়ায়ে তুলে পীড়নে।

জ্ঞান ও প্রেম।

জ্ঞান, প্রেম, দু'জনেই ত্যাগবীর, তপস্বী, বৈরাগী,
ঐহিকতা একেবারে ঘৃণ্য বলি' তবু নাহি মানে ;
জ্ঞান বিশ্বামিত্র সম যুদ্ধ করে প্রতিষ্ঠার লাগি',
প্রেম সে কণ্বের মত বুকে টানে পরের সন্তানে।

সৃষ্টি ও প্রলয়।

স্নেহময়ী অন্নপূর্ণা—মাতৃ দেবী সৃষ্টি তারে কয়,
রুদ্ররূপী মহাকাল—বিষকণ্ঠ, জনক প্রলয় ;
এ বিশ্ব তাদের পুত্র। কারে কহ জনম মরম ?—
মাতৃ-কোল হতে শুধু পিতৃ কোলে গমনাগমন।

অনুতাপ ও অশ্রু।

যবে অনুতাপ সব গ্লানি পাপ করিল ভস্মচূর্ণ,
অশ্রু গঙ্গা ভাসাইল তায় দূরদূরান্তে তূর্ণ।

অনুতাপ যবে হল-কর্ষণে কোমল করিল চিত্তে,
অশ্রু শোভালো খরবর্ষণে শস্য-শ্যামল বিত্তে।

অনুতাপ যবে বিজয়োন্নত দাঁড়াল শিবির-কক্ষে,
অশ্রুহীরক-বিজয়-মাল্য দুলিল তাহার বক্ষে।

নারায়ণ যবে অনুতাপরূপে অবতরিলেন মর্ত্ত্যে,
লক্ষ্মী তখন অশ্রুর রূপে মিলিলেন আঁখিবর্ত্মে।

প্রতিহিংসা ও ক্ষমা।

বাড়ায় হিংসার শক্তি প্রতিহিংসা, পাপে বাড়ে পাপ,
হিংসারে যে হিংসে সেত নহে হিংসা, সে যে অনুতাপ।
হিংসকের হিংসা সেত নব পাপ সৃষ্টির কারণ,
হিংসা-শমীবনে ক্ষমা অগ্নি-মন্থ-মন্ত্র-উচ্চারণ।

তপ ও জ্ঞান।

মিলে হাসি-মুখ বহু জনমের বহু তপ-সঞ্চয়ে,
মত সেই জন নব তপ যেবা করে তার বিনিময়ে।
সরল হৃদয় অগাধ জ্ঞানের পরম চরম দান,
পাপী সেই জন তার বিনিময়ে চাহে যে জটিল জ্ঞান

হাসি ও কান্না।

(Sir W. Jones ও তুলসীদাস)

তুমি যবে জন্ম নিলে নগ্নদেহ, জননীর কোলে.
সকলে হাসিল পাশে, কেঁদেছিলে তুমি কলরোলে ;
চিরনিদ্রা এলে পরে, দীর্ঘ কর্ম্মজীবনের শেষে,
সবে পাশে কাঁদে যেন, চলে যাও তুমি তৃপ্ত, হেসে।

প্রকৃত লক্ষণ।

মুখ হাসে যাহে, নাহি হাসে চোখ, তার নাম নয় হাসি,
বুক না কাঁদিলে হয় না কান্না, চোখে শুধু জলরাশি।
কণ্ঠ গাহিলে হয়নাক গান নাহি গাহে যদি প্রাণ,
আত্মা না দিলে হাতে করে’ দেওয়া নহে তাহা কভু দান।

———

আত্মতৃপ্তি

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্)

ধরার নদী সাগরে নারে মিটা'তে তৃষা ক্ষিপ্ত,
প্রাণের রস-উৎস বিনা কোথায় কেগো তৃপ্ত ?
গন্ধে ভরা আপন নাভি, ছুটিয়া মৃগ অন্ধ
জড়িয়ে মরে অন্ধকারে, লতার জালে বন্ধ।

তৃষা।

যে চিরতৃষিত, তৃষা যার ব্যাধি, মিটেনা তাহার তিয়াসা ;
মিটে, তার দ্বারে ভিক্ষা করিয়া কত তৃষিতের পিয়াসা।
শ্রাবণধারার বারি করি' পান ভূমি মুখ পুনঃ ব্যাদানে,
তাহারি একটু পিয়ে তরু তোষে তৃষিতেরে সুধা-প্রদানে

দেবতার মুক্তি।

মানব মন্দির রচে শিলা দিয়ে উন্নত সুন্দর,
দেব-কারাগার ; তাহে বন্দী দেব যাতনা-কাতর।
অশ্বত্থ মন্দির রচে বিদারিয়া দেউলের শিরে,
দেবতা লভিয়া মুক্তি, অঙ্কে তার নিদ্রা যায় ধীরে।

ভোগই মৃত্যু।

মক্ষিকা যতই পশে মধুর কলসে
ততই উদ্ধার-আশা যায় দূরতর।
পতঙ্গ যতই আসে প্রদীপ-পরশে
নিকটে ততই আসে দাহন প্রখর।
কুসুমের বুকে কীট আকুল গভীর
যতই প্রবেশে তত পথ সে হারায়।
মানব ভোগের স্তরে যতই নিবিড়
নিকটে ততই মৃত্যু হু'কর বাড়ায়।

তপ।

(কালিদাস হইতে)

কল্পপাদপ যে কাননে বহু ভোগ্য বস্তু বহে,
ঋষিরা তথায় বায়ু পান করি' পরাণ ধরিয়া রহে।
তথাকার জল হেমকমলের পিঙ্গল রেণুময়,
শুচির লাগিয়া তাহে করে স্নান, বিলাসের লাগি' নয়।
মণিময় শিলাগুহা হ'তে করে অপ্সরী আনাগোনা,
তাদের নিকটে জয় করে যত রিপুর উত্তেজনা।
তপে যা কাম্য তারা তা হেলায় পায় ঠেলি' অনুখন
তথা করে তপ,—কত উঁচু সে যে তাদের কাম্যধন!

জ্ঞান ও ভক্তি।

জ্ঞানের কথা।

হে মানব, পর সেবা শুধু উপাসনা,
সাজে কি ভিখারী সাজে তব আনাগোনা ?
সম্ভ্রান্ত পিতার পুত্র, আভিজাত্য স্মরি'
জাগো বিশ্বে আপনার শক্তি ভর করি'।

ভক্তির উত্তর।

যদিও আমার পিতা বিশ্বের ভূপাল,
তবু বনচারী, ভিক্ষু, সারথি, রাখাল।
পিতা যার সেবি' পরে ফিরে দ্বারে দ্বারে,
কেমনে সন্তান দূরে র'বে ছাড়ি' তারে ?

জীবনময়।

ভেদি' দিগন্ত কুহেলি-ক্লিন্ন কান্ত বিধুর পীযূষ ঢালা,
পঙ্ক-মলিন সরসী-অঙ্কে বিকচ মধুর কমলমালা,
নীরস-পাষাণ-দারণ বিদারি' নিঝর-সলিল, সুধার রস,
সবগ্লানি জ্বালা অখ্যাতি ভেদি' সাধকের জয়, সাধুর যশ,
সংশয় দ্বিধা দ্বন্দ্ব দলিয়া চির প্রত্যয়ে পূর্ণ প্রাণ,
লালসা ভোগের অসার নিঙাড়ি' বিরাগ যোগের বিমল জ্ঞান,
পাপ-পঙ্কিল অনুতাপাহত মরম আলোড়ি' বিভুর জয়,—
এ ক'টি নিখিল নয়নানন্দ মরণের মাঝে জীবনময়।

সান্ত্বনা।

কে তুমি আমায় দিতে এসেছ সান্ত্বনা
উদাস নয়নে বহি' তপ্ত অশ্রুকণা ?
বাক্যে যা লুকাতে চাও—রুদ্ধ মর্ম্মদাহ
উচ্ছ্বসিয়া রক্তিমায় খুঁজে পরীবাহ।
লুকাতে পারনি সখা কণ্ঠের জড়তা
গুমরি' গুমরি' চাপি' দীর্ঘশ্বাস ব্যথা।

তোমারে চিনেছি ওগো তুমি পর নও,
তবে কেন সান্ত্বনার তত্ত্বকথা কও ?
দূরে দূরে মর্ম্মজ্বালা রেখোনাক বাঁধি',
এস তবে গলাগলি প্রাণ ভরে' কাঁদি।
অশ্রুনদী সিন্ধু চাহে, ছুটে তার সুখ,
সান্ত্বনা-উপলে কেন বাঁধ তার বুক ?

যশ ও ঈর্ষা।

শান্তিময় খ্যাতিরাজ্যে তুমিই দুয়ার,
মৃত্যু, তুমি আছ মুক্ত ভবনদীকূলে,
সম্মুখে বিশ্বের ঈর্ষা-মরুভূ-কান্তার,
তা' হ'তে বাঁচাতে নরে লও কোলে তুলে।

বৈরাগ্য

(সাদীর ভাবাবলম্বনে)

পাকিবারে দাও ফলে ছিঁড়না তাহায়
আপনি খসিয়া সে গো পড়িবে ধরায় ;
ফলের পক্কতা সাথে বীজ পুষ্ট হবে,
জন্মিবে বিশাল তরু সুফল বৈভবে।
শেষ বিন্দু ভোগ-তৃষ্ণা মিটাক ভূতলে,
সুপুষ্ট বৈরাগ্য-বীজে চতুর্ব্বর্গ ফলে।

সমাধি-উদ্যান।

সমাধি-উদ্যান সম এ দেহ সুন্দর,
সুসজ্জিত ফুলফলে লতায় পাতায়,
মনোহর স্তম্ভদীপে ; উজ্জ্বল অক্ষর
ক্ষোদিত ললাটে কিবা গুণের গাথায় !

উভয়ের অন্তরেতে কঙ্কালের রাশি
পাংশুম্লান করিয়াছে সব শোভা সুখ ;
নীরক্ত পরাণহীন মুখে শুধু হাসি,
দীর্ঘশ্বাস রুদ্ধ থাকে স্ফীত করি' বুক।

কল্পতরু।

হের ঐ কল্পতরু সর্ব্বরত্নখনি,
শ্যামল পল্লব তার ইন্দ্রনীল মণি ;
চীনাংশুক রাঙ্কবের বল্কল জড়িত,
রজতের কাণ্ড যার, সুশোভন সিত।
স্বর্ণপুষ্প ফুটে যাহা ধরে মুক্তাফল,
প্রবালের কিসলয় করে ঝলমল,
মরকত শাখা 'পরে হীরক-মঞ্জরী,
মর্ম্মর সোপান 'পরে পড়ে ঝরি' ঝরি'।
কেবল শিলায় বাঁধা তার মূলতলে,
জীবন রয়েছে লৌহ শিকড়ের বলে!

অর্ঘ্য।

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞ সভাতলে,
'কে লভিবে অর্ঘ্য আজি রাজন্যের দলে?'
উঠিল যখন প্রশ্ন—মহা কোলাহল,
একবাক্যে উচ্চারিল অতিথি সকল,—
"কেশব! কেশব হতে বরিষ্ঠ মহান্
কেবা আছে শৌর্য্য বীর্য্যে জ্ঞানে গরীয়ান?"
তখন নোয়ায়ে শির, ঢালি' পাদ্য জল,
কেশব ধুইছে গুরু-দ্বিজ-পদতল।

সুন্দর ও মধুর।

মণি মুকুতায় কিরীটে ছত্রে সাজিয়া নৃপতি যবে
রমণীয় রথে বাহিরায় পথে জনগণ কলরবে,
পতিত ভিখারী হেরি' চোখে তাঁর ফুটে যে অশ্রুকণা,
তাহা তাঁর কোটি মাণিকের চেয়ে সুন্দর অতুলনা।

করে ভর্ৎসনা করুণ নয়নে, হস্তে অন্ন-থালা,
বিলম্বাগত ভিখারীরে যবে দয়াময়ী ধনা বালা,
"কেন হতভাগা যাস্ দ্বারে দ্বারে ? এখানে এলেই হয়।"
সেই গালি দান ক্ষীর ননী চেয়ে সুমধুর সুধাময়।

নিভৃতের প্রয়োজন।

গ্রীষ্ম দুপুরে কোথায় গোপনে
হ'ল উপাদান-আহরণ,
তবেত সহসা নীরদ-পুঞ্জে
বরিষার বারি-বরষণ।

ধরার জঠরে নিভৃতে গোপনে
হ'ল কত যুগ আয়োজন,
তবে ত সহসা বিশ্ব আলোকি'
মহাপুরুষের আগমন।

অজ্ঞাত বাসে বন কান্তারে
হ'ল ধীরে বল-উপচয়,
কুরু-পাঞ্চাল বিরাট সমরে
পাণ্ডব লভে তবে জয়।

কাজ হবে যত বিরাট বিপুল
আগে তাহা তত ঘটাহীন,
তত ধীরে ধীরে নিভৃতে নীরবে
আয়োজন চলে নিশিদিন।

পূর্ণ প্রতিফলন।

বিশ্ব ভরিয়া আলোকের ধারা, পথ নাহি খুঁজে পায়
সকল ধারার কেন্দ্র লভিতে হৃদয়ে পাতিয়া দাও।
তোমার হৃদয়-হীরক-খণ্ড দপ্‌দপি উঠি জ্বলে'
কত যে ভ্রান্তে দেখাইবে পথ প্রতিফলনের বলে।

তুলনার শেষ।

সত্য হ'তে ধর্ম্ম কিবা, আত্মদান হ'তে মান,
বিত্ত কিবা হ'তে আঁখিনীর,
মুক্ত হ'তে ধন্য কেবা, ভক্ত হ'তে জ্ঞানবান,
রিক্ত হ'তে বলো কেবা বীর?

অবিবেচক।

(শেক্ষপীয়র)

একটি পলের তুচ্ছ আনন্দের লাগি'
কে কাঁদিবে বর্ষমাস ধরি?
অনন্ত শাশ্বত সত্য কে হারাবে হায়,
একটি খেলানা সার করি?
একটি মধুর দ্রাক্ষা-রস পান তরে
কে নাশিবে গোটা দ্রাক্ষাবন?
কোন্ মূর্খ পরশিতে রাজার কিরীট
রাজদণ্ডে হারাবে জীবন?

দুর্ল্লভ।

আয়াসে শুক্তি মিলে সাগরের গভীর অতলজলে,
তাহার কঠোর জঠরে মানব লভেগো মুক্তাফলে।

অহিবেষ্টিত চন্দনতরু রহে মহীধর 'পরে,
পাষাণে অঙ্গ ঘরষিলে তার তবে সৌরভ ঝরে।

ব্রততীপিহিত আঁধার গহনে কুসুম ফুটিয়া উঠে,
তাহারে চয়ন করিয়া আনিতে শত কণ্টক ফুটে।

মধুমক্ষীর রক্ষিত ধন বনবৃক্ষের শাখে,
চক্র ভাঙিয়া লভিলে তাহারা দংশিবে ঝাঁকে ঝাঁকে।

কৃতজ্ঞতা ও নম্রতা।

(নৈষধচরিত)

ফলফুলভরা শাখা নুয়ে নুয়ে পড়ে ভূমিতলে,
"কেন তব শিরোনতি এ গৌরবে ?" শুষ্ক শাখা বলে।
শাখা কহে এ গৌরব, এ সৌরভ, যাঁদের কৃপায়,
সে তরু, ধরিত্রী ধাত্রী,—নমোনমঃ তাঁহাদের পায়।

স্নেহের অবনমন।

শিশু যদি মাতৃ-অঙ্ক ছুঁইতে না পারে,
জননী নোয়ায়ে শির চুমে লয় তারে।

সিন্ধু যদি নাহি পারে ছুঁইতে চরণ,
গগন দিগন্তে নমি' দেয় আলিঙ্গন।

নদী যদি ক্লান্ত শ্রান্ত ছুটি' সিন্ধুপানে,
জোয়ারে উছলি' সিন্ধু বুকে তারে টানে।

ভক্ত যদি দীন ক্ষীণ, ছল ছল আঁখি,
দয়াল বাড়ায়ে বাহু লয় বুকে ডাকি'।

হৃদয়ের ব্যবহার।

যেখানে নাহি প্রেম, বিচার বিবেচনা
হৃদয়ে বেঁধে রাখে হাতে পায়,
যেখানে রহে প্রেম, হৃদয় অবিচারে
সরল শত ধারে গলে' যায়।
যেখানে প্রেম ক্ষীণ, অর্থ খুঁজে বুঝে,
ওজন করে' প্রাণ কথা কয়,
যেখানে প্রেম ভরা, কত কি কহে তথা,
নাহিক দ্বিধা বাধা কোনো ভয়।

সুখ ও দুঃখ।

সুখ এসে স্নেহময় কর পরশনে
ললাটে লেপিয়া যায় যে কজ্জল-জাল,
দুখ এসে সে কজ্জলে কঠোর মার্জ্জনে
মুছিয়া করিয়া দেয় সমুজ্জ্বল ভাল।

ধনীর করুণা।

অশনি ক্ষণিক আলো দিয়া
গরজনে কাঁপায় অন্তর।
ধধূপ ক্ষণেক শোভাদানে
ভস্ম হয়ে পড়ে আঁখি 'পর।

শোভন।

তরুণারুণ কর নীহার-হারে পড়ি'
উষারে করে শোভাশালিনী,
সরস বরষণে, জ্যোছনা পরশনে,
মধুর জাগে কিবা যামিনী।
তপোজ স্বেদকণা হোমের আলো মাখি'
ঋষির ভালে করে শোভন,
করুণালোক যদি উজল আঁখিজলে
নয়ন তবে মনোলোভন।

দারিদ্র্য।

(শ্রীহর্ষরচিত দরিদ্রাষ্টক হইতে)

আমার এ গৃহে যা কিছু চেতন হয়েছে মৃতের পারা,
ফুকারি আজিকে উঠিছে কাঁদিয়া অচেতন ছিল যারা।
মূষ সে হয়েছে মূষলীর প্রায়, রুগ্ন দৈন্যহত
মার্জ্জারী মূষী—শুনী মার্জ্জারী, গৃহিনী শুনীর মত,
জীবের এ দশা! লূতার তন্তুবসনে আবৃতাননা
ঝিল্লীর রবে কাঁদিয়া উঠিছে চুল্লী সে অচেতনা!

শান্তিস্থাপন।

বিশ্বে যদি শান্তি চাহ রহ তবে আপনি নীরব,
কৃপণের মত রাখ সংগোপনে শান্তির বিভব।
নীরব করা'তে বিশ্বে ছুটে যেবা 'শান্তি শান্তি' ডাকি',
অশান্তি বাড়ায়ে তুলে, ভাঙ্গে শান্তি যাহা থাকে বাকি।

দেহ ও আত্মা।

দেহের তৃষ্ণায় যথা জন্মে পাপ, আত্মা নাহি
যোগ দেয় তায় ;
অনুতাপ-গঙ্গাস্নানে দূর করে স্পর্শজাত
সব কালিমায়।
ও মিলন ক'দিনের ? কোনরূপে সহে আত্মা
ক্ষমা ঘৃণা করি' ;
দেহাতীত চিরপ্রিয় অনন্তের উত্তরীয়-
প্রান্তখানি ধরি'।

নিরবচ্ছিন্নতা।

কর্ম্মহীন দিবানিশি করিলে যাপন,
অবসাদে সব অঙ্গ পড়ে অলসিয়া।
রাত্রি দিন জ্বলে যদি আকাশে তপন,
আলোকে নয়ন-যুগ যায় ঝলসিয়া।

মধুপান করি' শুধু মধু-সরোবরে
সন্তরণ নিরন্তর,—সে বড় যাতনা।
অবিমিশ্র ভোগ-সুখ-প্রবাহ-প্রহারে
ক্লান্তিতে ইন্দ্রিয়কুল হারায় চেতনা।

স্ফটিকের পাদপীঠ।

(সাদীর ভাবাবলম্বনে)

স্ফটিকের পাদ-পীঠ বিভুপদতলে,
আনন্দ-আলোকে তাহা জ্বল-জ্বল জ্বলে।
ভক্তগণ তার মাঝে করিতেছে বাস,
স্বচ্ছতায় তাহাদেরে করিছে প্রকাশ।
ওরে লুব্ধ মন, তুই তাহাদের মাঝে
যদি বা রহিতে চাস্ পুণ্যোজ্জ্বল সাজে,
অশ্রু-হীরা-খণ্ড দিয়া বিদারিয়া তারে
প্রবেশ করিয়া রহ ভক্তের সংসারে।

শ্রেষ্ঠতার পূর্ণতা

লয়ে অমাত্য, পাত্র, মিত্র, আরোহি' রম্য যানে,
চলে মহারাজ গ্রাম-পথে আজ প্রজাজন-কল্যাণে।
প্রণমে দু'ধারে যুক্ত দু'করে ভক্তিতে প্রজা যত,
দেয় প্রতিদান নৃপ আরো বেশী মস্তক করি' নত।
সখা কয়, "রাজা, তোমার অতটা শিরোনতি নাহি সাজে,
কুলশীলজ্ঞানে সবা হ'তে তুমি শ্রেষ্ঠ এ দেশমাঝে।"
রাজা কয় "সখা, যদি সব গুণে বড় বলে' মোরে ধর,
বিনয়েতে কেন হড় হ'য়ে তবে হবোনা পূর্ণ বড় ?"

আশাকর্ষণ।

শরতের শুভ আলো দরশনে
সহি বারি-ঘাত বরষায়,
হিমানীর বায়ু সহি পরশনে
মধু যামিনীর ভরসায়।
সকল যাতনা সহি বুক ভরি'
ত্বথ হবে বলি' অবসান,
ভাসিতে ভাসিতে পেতে পারি কূল,
সেই ভেবে বাহি তরীখান।
জনমে মরণে, জীবনে জীবনে,
এত ব্যথা তাপ জ্বালা হায়,
ফিরে ঘুরে আসি' মাথা পেতে লই
মুক্তির সুখ-পিপাসায়।
তব সংসার-সৌর-চক্র
এ আশা বাঁধনে, ভগবান,
না বেঁধে ঘুরালে মহা নীলিমায়
কোথা হত তার তিরোধান।

অদৃষ্টের পরিহাস

কল্পবৃক্ষতলে গিয়ে কারো মিলে মণি রত্ন ধন,
কারো মিলে পুত্র কন্যা, কারো মিলে সৌন্দর্য্য মোহন
কেহবা দুর্গম পথে যেতে যেতে কল্পবৃক্ষ খুঁজি',
হারায় বুকের ছেলে, দস্যুহস্তে জীবনের পুঁজি।

বিধির বিধান।

একদা চৈত্রদিবসের শেষে ঝঞ্ঝা ছুটিল রণে,
সৃষ্টি-বিনাশী করকাবৃষ্টি যোগ দিল তার সনে।
যজমানগৃহে যজ্ঞ সমাপি' চারিটি বিপ্রবর
ভগ্ন দেউলে আশ্রয় নিল, কম্পিত কলেবর।
হেরিয়া তথায় চণ্ডাল এক রুগ্ন মলিন-বেশ
ঘৃণাস্তকারে জ্বলে তাহাদের অঙ্গুলি হতে কেশ।
চণ্ডাল সহ দেব-গৃহে বাস! শিহরি' উঠিল তনু,
তণ্ডুল ঘৃত রয়েছে হস্তে, মাথার উপরে মনু।
পদাঘাত করে' কে হ'বে অশুচি? গালি দিলে নাহি নড়ে
লোষ্ট্র-আঘাতে শেষে তারে দূর করা হ'লো পথ'পরে।
হেরে চণ্ডাল তরুতলে পড়ি' হেনকালে ভয়াবহ
গরজি' বজ্র সহসা দহিল দেউল বিপ্রসহ।

ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়।

রথ-ঘর্ঘরে, হ্রেষা-বৃংহনে, অসিতীর ঝন্ ঝনে,
চলে মহারাজ মৃগয়ায় আজ কম্পিত করি' বনে।
ভাঙ্গে তরুশির, ছিঁড়ে লতাজাল পদাতি অশ্বকরী,
বনের হরিণ আশ্রয় লয় আশ্রম-বেদী 'পরি।
সহসা উঠিল একটি শুষ্ক তর্জ্জনী পুরোভাগে,
তপোব্রত-ক্ষীণ যজ্ঞ-মলিন একটি মূর্ত্তি জাগে।
সংযত যত হস্তীঅশ্ব, অবনত অসি তীর,
কম্পিত ভীত সেনাদল সহ নমে নৃপতির শির।

একটি চিত্র।

শতেক সৌধ নিরমিয়া আজি ঘুরিতেছ ধনী ভাই,
ভিক্ষা মাগিয়া পথে পথে, নাহি মাথা রাখিবার ঠাঁই।
ভিঠেমাটীছাড়া করেছিল মোরে তোমার অশ্বশাল,
কলুষ-নয়নে হরেছ মেয়ের ইহকাল পরকাল।
বাঁশবনঘেরা কুটীর হোথায় চরিতেছে যথা হাঁস,
এ বলদজোড়া মোর সনে ক্ষেতে খাটিয়াছে বারমাস।
হোথায় গোয়াল খামার আমার আবার হয়েছে সবি,
শিরা-ওঠা হাতে সকলি করেছি তোমার আশীষ লভি'।
পিসীমা তোমায় মানুষ করিল মস্ত ঘরের ছেলে,—
ওকি ও বদন ঢাকিতেছ কেন সরমে অশ্রু ফেলে?
কুৎসিত রোগে বিকল অঙ্গ? তোমারে চাহেনা কেহ?
আজি হ'তে ভাই আমার কুটীর তোমারো হইল গেহ।

তীর্থ।

রাখাল তাহার গাভীরে হারায়ে বৈশাখী জলঝড়ে,
দুই দিন পরে ফিরে পেয়ে তারে বক্ষে চাপিয়া ধরে,
লেহন-পরশ-শিহরিত তনু, দর দর ধারা বয়,—
বাৎসল্যের গোমুখীতীর্থ নিভৃতে অভ্যুদয়।

গ্রীষ্মের দিনে গোঠের রৌদ্রে ক্লান্ত, তপ্তকায়ে,
রাখাল যখন শ্রান্তি দূরিয়া সুশীতল বটছায়ে,
তরুর কাণ্ড বুকে ধরি কহে, "বৃক্ষ, ঠাকুর তুমি"—
সেথা জাগে প্রেম কৃতজ্ঞতার বোধিদ্রুমতলভূমি।

আত্মগুণ-গান।

স্বখ্যাতি গেওনা, অন্যে গাহিবারে দাও অবসর।
আপনি কতই গাবে? তাহে কি গো পুরিবে অন্তর?
আপনি ভুঞ্জিবে যদি আপনার সর্ব্ব আয়োজন,
কেন তবে আনিয়াছ দশজনে করি' নিমন্ত্রণ?
আপনি গাহিলে গুণ সর্ব্ব মনে জাগিবে সংশয়,
আত্মপূজা হেরি' সবে ফিরে যাবে নিয়ে অর্ঘ্যচয়।
আত্মপূজা লয়ে শুধু সন্তুষ্ট রহিতে হবে হায়,
যার গুণ গাহিবার কেহ নাই সেই নিজে গায়।

গোষ্পদের জয়।

পূর্ব্ব গগনে উদিছে ইন্দু ধীরে পূর্ণিমা সাঁঝে,
বিষম দ্বন্দ্ব বাধিল সিন্ধু তড়াগ নদীর মাঝে।
লম্ফে ঝম্পে প্রসারিয়া বাহু সিন্ধু গরজি' কয়,
"বিশাল বক্ষে পূর্ণ চন্দ্রে ধরি' নিব নিশ্চয়।"
নির্ম্মলা নদী গরবে নাচিয়া কয় কল কল তানে,
"সুন্দরী আমি—পূর্ণ চন্দ্রে আমি ধরি' নিব প্রাণে।"
কুমুদ ফুটায়ে মরাল ছুটায়ে তড়াগ হাসিয়া কয়,
"কেন এ দ্বন্দ্ব? পূর্ণ চন্দ্র মোর বই কারো নয়।"
উদিল ইন্দু। লজ্জিত সবে,—ভাঙ্গা চাঁদ বুকে তায়,
গোষ্পদ-হৃদে পূর্ণচন্দ্র বিস্ময়ে দেখে হায়!

হাড়ের গুণ।

সুবল রাজের মৃত্যু হলে হাড় ছিল তার সংগোপনে,
সেই হাড়েতে পাশ্‌টি হলো তিন ;
সেই পাশাতে খেলার ফলে ধর্ম্ম তিনি গেলেন বনে,
দুর্য্যোধন হলেন সুখাসীন।

দধীচি তাঁর হেলায় যবে দিলেন তনু অকাতরে,
অস্থিতে তাঁর হলো ভীষণ বাজ ;
সেই বাজেতে পরমপাপী দৈত্য দানব গেল মরে,
স্বর্গ ফিরে পেলেন সুররাজ।

জিজ্ঞাসা।

হে রমণি, তুমি যদি পালঙ্ক ত্যজিয়া
পরশ না কর ভূমি পাদযুগ দিয়া,
ফুটাইয়া স্থলপদ্ম এ প্রাঙ্গন ভরি'
জীবন-রোমাঞ্চে গৃহে কে তুলে মঞ্জরি' ?

হারে শিশু, তুই যদি বসন ভূষণে
ঢাকিস্‌ সোনার অঙ্গ কঠিন শাসনে,
উশীর-চন্দনোপম অঙ্গরজ দিয়া
কে পুলকে প্রাণ মন তুলে শিহরিয়া ?

হে যুবক, তুমি যদি শিরোভূষা পরি'
সদাই মস্তক তব রাখ গো আবরি',
কেমনে লভিবে তবে ধান্য দূর্ব্বাদল,
মাতার আশীষ পুণ্য, তিলক মঙ্গল ?

ওগো তাত, ওগো গুরু, ওগো বৃদ্ধগণ,
পাদুকায় রাখ যদি ঢাকিয়া চরণ,
কোথা লভি পদধূলি ভরিয়া দু'হাত ?
শিরস্ লুটায়ে কোথা করি প্রণিপাত ?

বীর-হৃদয়।

নদী তট'পরি সলিলাসন্ন ছিল একখানা শিলা,
ভাঙিতে তাহারে করে তরঙ্গ অনেক রুদ্রলীলা।
এ শিলা ধরিয়া বাঁচিল পাথারে অনেক মজ্জমান,
বহু বিপন্ন তরণী ভিড়িল, তৃষিতে করিল পান।
উত্তাল ঢেউ আসে কলকলি' আঘাতিয়া ফিরে যায়,
অনেক বন্যা অনেক ঝঞ্ঝা ফিরে ঘুরে নিরুপায়।
দৃঢ় হ'তে দৃঢ় করেছে অটল, তরুমূল বিজড়ন,
নির্ম্মলতর করেছে বন্যা ক্রমে আরো সুগঠন।

আসল ও নকল।

বনের পাখীরে খাঁচায় পুরিয়া শুনিয়া তাহার গান
জুড়ায় কাহার কাণ ?
ধাতুর পাত্রে কনকের ফুলে অর্চ্চিলে দেবতায়
তুষ্ট কি প্রভু তায় ?
অন্ধ সে উপনেত্র পরিলে আঁখিশোভা বাড়ে তার,
দৃষ্টি কি ফিরে আর ?
স্বর্ণ সীতায় মাখালে যতনে মণির অঙ্গরাগ
পূরে কি কখনো যাগ ?

প্রতিফলন।

স্বচ্ছ ফলকেতে আলোক পড়ে যদি
তবে সে ছুটে শত নয়নে।
আঁখির জলে তাই ফুটে গো প্রেম যদি
জাগে সে কত প্রতিফলনে।
হৃদয়-হীরা হতে করুণালোক যদি
নয়ন-জলে এসে ঠিকরে,
সকল হৃদি তবে উজল করে' তুলে
শতধা আলো-রেখা-নিকরে।

নীড় ও কোটর।

ঘন পত্র-পুঞ্জ হেরি' রচেছে যে বরিষায় নীড়
কাঁপায় তাহারে শুষ্ক শূন্য বৃক্ষে শীতের শিশির।
তরুর কোটরে যেবা সসাহসে পেতেছে সংসার
প্রকৃতির রাজ্যমাঝে ঋতুভেদে ভয় নাই তার।

অত্যাদর।

ফুলমালা পেয়ে কোথায় রাখিবে যেবা নাহি ঠাঁই পায়,
কভু চুমে ধীরে, কভু রাখে শিরে, কভু গলে পরে তায়—
চক্ষু তাহার লক্ষ্য হারাবে, মত্ত আত্মহারা,
বক্ষে দলিয়া কুসুম মালার আদর করিবে সারা।

ভ্রংশনিষ্ঠা

সব তুঙ্গতা ধূলিলুণ্ঠিত দীনতায় হয় শেষ,
বর্ণবিহীন আলোক সকল বর্ণের সমাবেশ,
করে অচপল শান্তি সৃষ্টি সকল চঞ্চলতা,
সব ধ্বনি মিলি' রসায়ন-যোগে সমাধির নীরবতা।

অপ্রিয়ের বরণ।

শোক সে অবুঝ বটে, তাই বলে' কে চাহে সান্ত্বনা
অপ্রিয় হলেও সত্য সাধ করে' কে চাহে ছলনা ?
অশিক্ষিতা পত্নী বলি' কে তাহারে ঘৃণা করি' হায়,
চতুরা হৃদয়হীনা শিক্ষামত্তা রমণীরে চায় ?

দুঃখ সে কুৎসিত অতি, সুখ অতি শ্রীমান বলিয়া
দাসত্বে বরিবে কেবা সাধ করে' রাজত্ব ফেলিয়া ?
আত্মজ কুরূপ বলি' তাই তারে দূর করি' দিয়ে
সুপুরুষ পোষ্যপুত্রে কে পালিবে আপনার গৃহে ?

দারিদ্র্য অক্ষম জীর্ণ, বিত্ত যেগো যৌবনচঞ্চল,
সহিষ্ণুতা ত্যজি' তাও কে চাহিবে উষ্ণতা সবল ?
ভৃত্য পুরাতন বলি' ঘৃণা করি' তারে করি' দূর
সেবাকার্য্যে কে চাহিবে অসহিষ্ণু যুবক চতুর ?

আপন ও পর।

কোকিল পঞ্চমে গাহিয়া কুহুতানে
মাতায়ে তুলে নিতি নিখিল প্রাণ;
আপন সন্তানে পালিতে জানেনা সে
অপরে পালিবারে করে সে দান।
নিখিল প্রাণ, কবি, তুষে গো নিতি নিতি
বিতরি' সঙ্গীত-কবিতা-সুধা,
অন্ন জুটেনাক দৈন্য চির তার,
ভিন্ন পর দ্বার মিটেনা ক্ষুধা।

যে জন দীপ ধরে' অপরে সাথে করে'
আঁধার কান্তারে লয়ে যায়,
দেয় সে কত জনে সুপথ দেখাইয়া
অন্ধকারে নিজে রহে হায়!
ক্ষুধিত পিপাসিত ভিখারী দীন শত,
তৃপ্ত লভি' ধনী-করুণা-কণা,
ধনীর হৃদয়ের গুপ্ত গহ্বরে
ক্ষিপ্ত তৃষা শ্বসে বিথারি' ফণা।

চারিটি উপমা

হাসিহীন মুখ যেন চন্দ্রহীন নিশীথ গগন,
গান-হীন প্রাণ যেন মৌন ম্লান কারার ভবন।
অশ্রু-হীন আঁখি যেন বৃষ্টি-হীন সুচির নিদাঘ,
দীর্ঘ-শ্বাস-শূন্য হৃদি চিররুদ্ধ পঙ্কিল তড়াগ।

সত্য ও ঋজু।

সত্য তৃণদল সম পদতলে লুটে,
শত পদ-পীড়নেও জীয়ে উঠে পরে ;
মিথ্যা বিহগের মত বাণ-বিদ্ধ ছুটে,
কুলায়ে ফিরেও সে যে রহে তথা মরে' ।

ঋজু যাহা লুকালেও নিশা-অন্ধকারে
প্রভাতে অরুণ সম জগতে জাগায়,
অসরল মিটি মিটি চাহিয়া আঁধারে
প্রভাতে তারকা সম কোথায় মিলায় ।

গোধূলি সন্ধ্যায়।

"হে বালিকে, প্রতিদিন গোধূলি সন্ধ্যায়
কেন তুমি ঢালো জল দুয়ার গোড়ায় ?"
জিজ্ঞাসি' দাঁড়ানু দ্বারে কর্ম্ম-ক্লান্ত দেহে,
সম্ভ্রমে ভরিল প্রাণ প্রবেশিতে গেহে ।

বালা কয়, "নানা জন চরণ-পরশে
অপবিত্র হইয়াছে দুয়ার দিবসে ;
গৃহলক্ষ্মী আসিবেন এই পথ দিয়া,
জল ঢালি' রাখি দ্বার পবিত্র করিয়া ।"

ধূপগন্ধে শঙ্খতানে মঙ্গল আলোকে,
গৃহ দেবালয়সম জেগে র'লো চোখে,
ভক্তিভরে শিহরিয়া দ্বার-দেশ হ'তে,
অশুচি চরণ ল'য়ে ফিরিলাম পথে ।

বীরহৃদয়ের জয়।

রবি যবে ডুবু ডুবু, শেষ কর তার
তখনো গিরির শিরে শোভে গো সুন্দর।
পথঘাট গৃহ যবে ডুবায় পাথার,
উচ্চ তরু-শির জাগে জলের উপর।

সতত উন্নত প্রাণ, তেজস্বী উদার,
হৃদয় বিরাট যার শীর্ষ উচ্চ দেশে,
আসেনা সহজে কভু বিপদ তাহার,
সম্পদ যদিবা যায়, যায় সব শেষে।

দীর্ঘ জীবন।

শুধু অপব্যয় করিবার তরে রাশি রাশি ধন চাহিনা;
সদ্ব্যয় যদি হয়, তবে ভাল যা'দাও অল্প মাহিনা।
হেলায় হারালে খেলায় কাটালে দীর্ঘ জীবনে কি হবে?
অল্প আয়ুতে চলিবে আমার কাজে যদি কাটে নীরবে।

অন্তরের আলোক।

(মিল্‌টন্‌)

নির্ম্মল অন্তরে যার জাগে চির অম্লান আলোক,
ঘোর অন্ধ কূপে সে যে পায় চির উষার পুলক।
কুচিন্তা-জড়িত কৃষ্ণ আত্মা যেবা পোষে দেহাগারে,
মধ্যাহ্ন তপন তলে ঘুরে মরে সে জন আঁধারে।

প্রার্থনা।

(হাফেজ)

একটি চাহি গো বীণা, প্রেমিকা রূপসী দীনা
রমণীর হাসি চিত্ত-হরা,
একখানি গৃহ কোণ, উদার বিমুক্ত মন,
পিয়ালা রহেগো যদি ভরা।
শিরায় শিরায় যদি অরুণ সুরার নদী
কূল প্লাবি' বহে বার মাস,
একটি দানারও লাগি দুয়ারে দুয়ারে মাগি'
যাবনাক হাতেমের পাশ।

পতন।

পতন হবে যদি তারার মত যেন,
আলোকে ছায়াপথ শোভিয়া,
ঝলকি' ছুটে যাই পুলকে কোন্ তলে,
সাগর জলে যাই ডুবিয়া।
ধধূপ হ'য়ে যেন সহসা চমকিয়া,
তেজেতে নভো হৃদি বিদারি',
ভস্মরাশি হ'য়ে পড়িনা ধরাতলে
সবার আঁখিগুলি আঁধারি'।

প্রকৃত দাতা।

(পারস্য গল্প অবলম্বনে)

দাতার প্রধান জাফর নিত্য দান করে দুখীজনে,
তাহার তুল্য নাহি বদান্য বিশ্বাস মনে মনে।
একদা সহসা উদ্যানমাঝে সান্ধ্য ভ্রমণ কালে,
হেরে তার দাস ক্ষুধায় কাতর বসে আছে আলবালে।
দিবস শেষের তিনখানি রুটী প্রাপ্য আহার তার
একে একে দিল কুকুরের মুখে,—বিচিত্র ব্যবহার!
কহিল জাফর, "ওরে কিঙ্কর, সারা দিন উপবাসী,
দিবস শেষের খাদ্য তাহাও কুকুরে দিলি হাসি?"
চমকি' বান্দা জোড় হাতে কয়,—"মানুষ হয়েছি ভবে,
আজিকে ভাগ্যে না হয় আহার, কালি পুনরায় হবে।
খোদার এ জীবে আহার কে দিবে? ক্ষুধায় বাঁচাবে কেবা?
মোরা যে ধরাতে এসেছি করিতে নিখিল জীবের সেবা।"
কহিল জাফর আঁখি ছল ছল—"আবিসিনিয়ার দাস,
আজিকে দর্প করিলি চূর্ণ, ছিঁড়ে দিলি মোহ-পাশ।
গুরুর মন্ত্র কানে দিলি তুই, দেরে কোল, বুকে আয়;
দুর্দ্দিনে ধীর সেরা দানবীর তুই দীন-দুনিয়ায়।
রাজকোষ যেবা মুক্ত করেছে দাতা নাহি কই তারে,
সেই ত্যাগ-বীর বুকের রুধির হেলায় যে দিতে পারে।
রে চির বান্দা, নহিস বন্দী—দিলাম মুক্তি ত্রাণ,
এই বাগিচার মালিক হইয়া প্রাণ ভরে' কর দান।"

স্মরণে।

(৺অধ্যাপক মোহিনীমোহন রায়ের স্মৃতি-সভায় গীত)

শত শত নত আঁখি জল-ভরা ছল ছল
তোমারি পূজায় আজি তিতাতেছে ধরাতল।
হে দেব, স্বরগ হ'তে চাহ গো ধরার পথে,
ঢাল গো আশীষধারা শিরে শিরে অবিরল।

ধাতার করমভার লয়ে তুমি এলে চলি',
দেবতা, সাধিয়া কাজ এ কেমন গেলে ছলি'?
বুকের শোণিত দিয়া পোষিলে মোদের হিয়া
বুকেতে টানিয়া নিয়া ছেড়ে গেলে অবিচল!

আঁখি হ'তে দূরে গেছ, হিয়া হ'তে কভু নয়,
সতত জাগিয়া আছ মানস-জীবনময়,
তোমার চরিত পূত প্রাণে প্রাণে অনুভূত,
তোমার জ্ঞানের তেজ নিতি দিবে নব বল।

সতীর প্রতি।

দৃষ্টি তোমার স্নিগ্ধ মধুর দুগ্ধ ধারার সম,
পরশ তোমার হরিচন্দন উশীর সরসতম।
আনন তোমার ফুলভরা সাজি, বাঁধুলী ইন্দীবরে
কানন সরসী কাঙ্গাল করিয়া যেন কে এনেছে ভরে'।
তব নিশ্বাস মন্দ-পবনে অগুরু-গন্ধ সার,
চামরের মত চলচিক্কন চারু চিকুরের ভার।

অঙ্গ তোমার হেম ভৃঙ্গার গঙ্গার বারি ভরা,
অঙ্গুলি তব চম্পক ফুল, অঞ্জলি পুটে ধরা।
বাক্য তোমার পূজার মন্ত্রে তন্ত্রীর মূরছনা.
কণ্ঠের হার লুণ্ঠিত বুকে সুন্দর আলিপনা।
মণ্ডন তব গন্ধের ডালা মধু-মৃগমদ-খনি,
কঙ্কণ-ক্বণ-ঝঙ্কারে উঠে শঙ্খঘণ্টাধ্বনি।
হাস্য তোমার মোহন হৃদ্য নৈবেদ্যের থালা,
দন্তের পাঁতি ইন্দুকান্তি কুন্দকুসুম-মালা।
শোভে সীমন্তে সিঁদুরবিন্দু উজ্জ্বল হোমানল,
অম্লান-চির-আরতি-আলোক—আঁখিযুগ জ্বলজ্বল।
নহ গো ভোগ্য, তুমি যে অর্ঘ্য, স্বর্গীয় বিনোদন,
দেবতার পায় নিত্য পূজায় ভক্তের আয়োজন।

গৃহলক্ষ্মী।

করুণায় ভরা হিন্দু নারীর মুখপানে নেহারিয়ে,
দীন ক্ষীণ তবু সংসার তার আজো রয়িয়াছে জীয়ে।
ত্যাগে তার ভোগ, বিলাস তাহার আপনার বলিদানে,
আপনা বিলায়ে জেগে রয় চির সমাজের প্রাণে প্রাণে।
বেদনা যা' কিছু কোন্ গড়কোণে হৃদয়ে লুকায়ে রয়,
সাধনা তাহার সমাজেরে দেয় আশাবল বরাভয়।
অলস লালসা তাহার ঘৃণ্য,—রহে চরণের তলে,
নারীর সরম রতন পরম শিরোভূষা হ'য়ে জ্বলে।
আঙিনা ভরিয়া দোহন-ধারায়, কপোত-কূজনমাঝে,
পার্ব্বণ-ব্রতে, অতিথিসেবায়, গৃহের লক্ষ্মী রাজে।

এখনো অঙ্গে ঢলে উচ্ছল উজ্জ্বল স্নেহমায়া,
স্বচ্ছ হৃদয়ে ভাতিছে বিভুর চরণকমলছায়া।
পিতামহীদের সিন্দূরঝাঁপি সেবার মন্ত্রে ভরা ;
সন্ধ্যায় জাগে পুরাণ-বার্ত্তা দিনের ক্লান্তি-হরা।
মহাকাব্যের মহানদী দুটি সতীর মহিমা গেয়ে
আঘাতিয়া পড়ে চিত্তের কূলে,—ধন্য সে তায় নেয়ে
সতীর সীতার আদর্শ তার মরমে মরমে আঁকা,
রাজপুতনারী-জহর-অনলে উজ্জ্বল তার শাখা।
আজো মঙ্গল সাঁজের বাতির আলোক শিরসে ছুঁয়ে
মত্ত পরুষ পুরুষ-হৃদয় ভক্তিতে পড়ে নুয়ে।

প্রিয়স্মৃতি।

(শেলী)

গুঞ্জরিয়া গুঞ্জরিয়া গানটি গেলে মরে,'
রয় গো স্মৃতি জেগে তাহার অনুরণন-ভরা।
মঞ্জরিয়া মঞ্জরিয়া কুসুম ঝরি' পড়ে,
গন্ধ তাহার বদ্ধ থাকে পরাণ-মন ভরা।

ঝর ঝরিয়ে পড়িয়া গিয়ে গোলাপগুলি ঝরে'
পাপড়ি দিয়ে প্রিয় জনের শয্যা রচে তারা।
মরমরিয়ে মর্ম্মভরা তোমার স্মৃতি 'পরে
প্রেমটি ঘুমে আঁকড়ে র'বে যখন তোমাহারা।

নারী।

তোমারে চিনেছি নারী, বিপদের দিনে
সহিষ্ণু, প্রশান্ত, ধীর, সুকল্যাণময়ী ;
নৈরাশ্যে জগৎ শূন্য তব সঙ্গ বিনে,
গৃহের মঙ্গল চণ্ডী, সেবাব্রতা অয়ি।
সন্তপ্ত জ্বালার রাত্রে মুদে' পড়ে আঁখি
নবনী-কন্দের মত আঙুল-পরশে,
বর্ষোপল সম কর তপ্ত বুকে রাখি'
অসহ্য বেদনা-রাশি মিলায় হরষে।
ললাটে বুলায়ে কর রোগীর শিয়রে
অনাহারে অনিদ্রায় কে পোহাবে নিশি ?
হতাশে কে দিবে আশা, শূন্য হৃদি ভরে'
পথভ্রান্ত শ্রান্ত জনে কে দেখাবে দিশি ?
ওগো দেবি, বিনা তব বসন-অঞ্চল
কে মুছা'বে ব্যথিতের তপ্ত আঁখি-জল ?

নিত্য মোরা রক্ষা পাই দুর্দ্দিনে বিপদে,
সে শুধু তোমার গুণে, তব পুণ্য-বলে ;
নিত্য আরাধনা তব দেবতার পদে,
গৃহের মঙ্গল যাচো নয়নের জলে।
তুলসী তলের মাটী, ভক্ত পদ-ধূলি,
এনেছ চরণামৃত নির্ম্মাল্য প্রসাদী,
ভক্তিভরে পীড়িতের শিরে দেছ তুলি',
কতবার নিজ অঙ্গে নেছ কাল ব্যাধি।

ছায়াজলে শোভিয়াছ দগ্ধ মরুভূমি,
অমৃত বিতরি' কণ্ঠে ধরেছ গরল।
ভিখারী হ'লেও পতি অন্নপূর্ণা তুমি,
চির পূর্ণা বিতরিছ সুধা অন্নজল।
ঝঞ্ঝা-ক্ষুব্ধ নদীবুকে বন্যার সঙ্কটে,
তরণী ভিড়িয়া বাঁচে তব অঙ্ক-তটে।

বনস্মৃতি।

(উত্তরচরিত হইতে)

মনে পড়ে সখি, রহি' বুকে বুকে, বাহুতে বাহুতে বন্ধ,
না খুঁজি অর্থ, চিত্তে দোঁহার উদয় যা' হ'ত সন্ধ,
না ভাবিয়া ক্রম অবিরত শুধু করিয়া যেতাম গল্প ;
গণ্ডের 'পরে গণ্ড না রাখি অন্তর আত অল্প,
কোথায় প্রহর হইত অতীত রসাবেশে মোহ-অন্ধ,
লীলায় রজনী করিতাম ভোর, গল্প হ'ত না বন্ধ।

বিচিত্র শাস্তি।

(উত্তরচরিত)

দলিছে হৃদয় ফেলে না ভাঙ্গিয়া গাঢ় উদ্বেগ যাতনা,
বিকল অঙ্গে আনিছে মূর্চ্ছা হরিয়া লয় না চেতনা,
অন্তর্দ্দাহ জ্বালায় অঙ্গ ভস্ম করেনা তাহারে,
জীবন-সূত্র ছিঁড়েনা বিধাতা জর্জ্জরে শুধু প্রহারে।

স্পর্শ।

একি আনন্দ? অথবা বিষাদ? একি সুখ? একি দুঃখ?
মানস-রাজ্যে কেবা আজ জয়ী—কোন্ ভাব আজি মুখ্য?
জেগে—না—ঘুমায়ে? অথবা অঙ্গে বিষ-সঞ্চার সদ্য?
কিসের মত্ত প্রবাহ অঙ্গে? করেছি কি পান মদ্য?
সব ইন্দ্রিয় বিহ্বল করি' সংজ্ঞা করিছে লুপ্ত,
একই পরশ জাগাইছে পুনঃ হরষে চেতনা সুপ্ত।

বনবাসান্তে

ঊর্ম্মিলা ও লক্ষ্মণ।

"দেবি, তব ভক্ত তোমা পেয়েছিল বটে,
তব উপযোগী তবু ছিলনা তখন,
তাই ঘুরি' ব্রহ্মচারী, বনে, পথে মঠে
দীর্ঘ তপঃ কৃচ্ছ্র, মূল্য করিল অর্পণ।
চতুর্দ্দশ বর্ষ ধরি' রাজর্ষি-আশ্রমে,
তপস্বীর পদ সেবি', দমি' দুষ্ট জন,
নিদ্রা ক্ষুধা জিনি', তপঃ আচরিয়া ক্রমে,
বহু মূল্যে লভিয়াছে বহুমূল্য ধন।"
"হে দেবতা, তা'ত নহে, এ দাসী তোমার
ছিলনাক যোগ্যা তব। তাই পরিহরি'
চলে গেলে, হে দেবতা, কর্ম্মে আপনার,
চতুর্দ্দশ বর্ষ ব্রত বিরহ আচরি',
গৃহ-ব্রহ্মচর্য্যা-রতা বহু অশ্রু দিয়ে
সাধনার ধনে মোর লয়েছি জিনিয়ে।"

সীতা ও রাম।

আজি প্রিয়ে, সুকোমল রাঙ্কব শয্যায়
সুবর্ণ পালঙ্কে করি কেমনে শয়ন !
সুকোমল উপাধানে শির ব্যথা পায়,
পরিচিত নহে যেন কেমন-কেমন ?
প্রমোদ কানন হ'তে সদ্য ভাঙ্গি' আনো
তমাল-অশোক শাখা—শয্যায় বিছাও,
আস্তরণ চন্দ্রাতপ ঝালর-লাগান'
চামর ব্যজন পত্র দূরে ফেলে দাও।
উপাধান স্থলে আন' অসি আর তূণ,
মৃগাজিন রাখ সখি আস্তরণ-স্থলে ;
সুবেষ্টিত কারাগৃহ লাগে এ দারুণ,
বাহু-উপাধান রো'ক তব শির তলে।
চাহিনা রাজার শয্যা, সব গিয়ে ভুলি'
চতুর্দ্দশ বৎসরের প্রিয় দ্রব্যগুলি।

মদন-ভস্ম।

(রাজশেখর)

মীনকেতনে দহিয়া বিধি করেছ একি রঙ্গ !
মমতাহীন পেয়েছে সে যে ভুবন-ভরা অঙ্গ ;
পঞ্চ শর ভাঙ্গিয়া তার হয়েছে শর লক্ষ,
করিল প্রাণে কদমসম বিঁধিয়া দেহ বক্ষ।

মিলনের আকুলতা।

কুলায় চাহে বুকে ধরিতে পাখীটিকে
পাখী সে খুঁজে ফিরে কুলায়ে।
তাপিত ছুটে চলে তরুর পদতলে,
সে লয় ছায়াকর বুলায়ে॥

জোয়ারে উছলিয়া সিন্ধু তাই চায়
হৃদয়ে মেখে নিতে ইন্দু জ্যোছনায়,
কাননে ফুল ফুটে, মধুপ মরে ছুটে,
কে আনে তা'রে তথা ভুলায়ে?

ভক্তি চাহে তাই করুণা-আঁখিজল,
মুক্তি সনে মিলে কঠোর তপঃ ফল।
স্বাধীন সংযম, উজল মনোরম,
শক্তিবুকে রহে মিলায়ে।

এমনি সঁপে' দেওয়া, এমনি বুকে ধরা,
ইহাতে জীয়ে আছে ধরণী প্রেমভরা।
হৃদয় হৃদি চায়,— প্রিয়ের দুই পায়
আপনা দেয় তাই বিলায়ে॥

পাষাণী।

(ভবভূতি)

ইন্দীবরে রচি' আঁখি, অম্বুজে বদন,
কুন্দে দন্ত, কিসলয়ে অধর নির্ম্মানি',
রচিয়া চম্পকদলে ও দেহ মোহন,
পাষাণে করিল বিধি তব চিত্তখানি!

গেহকুঞ্জে।

কে এলো মম গেহ-কুঞ্জে ?
শুকানো তরুর গায়ে জাগে পুলকাঞ্চন
মধুময় মঞ্জরী-পুঞ্জে।

অশোক রঙ্গীন হলো চরণ পরশ পেয়ে,
বকুল আকুল তার মুখ-মধুরসে নেয়ে,
অলক-পবন লভি' অলিকুল আসে ধেয়ে
নয়ন-সরোজ ঘেরি' গুঞ্জে।
কে এলো মম গেহ-কুঞ্জে ?

হাস্যে তাহার মরি অমিয়ার ধারা ক্ষরে,
কমলার করে যেন লাজের ঝরণা ঝরে,
মরালকণ্ঠে বাজে পল্লব মরমরে
মঞ্জীর রুণু ঝুনু রুণ্ যে।
কে এলো মম গেহ-কুঞ্জে ?

শুনিয়া অমিয়া-বাণী বিহগ চেতনা পায়,
বেহাগ পূরবী ভুলি' প্রভাতী সাহানা গায়,
অঞ্চল-বায়ে উড়ি' চঞ্চল ঘুরি ঘুরি
প্রজাপতি ফুল-মধু ভুঞ্জে।
কে এলো মম গেহ-কুঞ্জে ?

দেশ ও কাল।

তুমি যবে কাছে ছিলে দেশ কাল সব পেয়েছিল লয়,
যেন সে গভীর নিদ্রা অবিদিত-গতি সুখ-স্বপ্নময়।
তুমি যবে দূরে গেলে নদীবন গ্রাম প্রান্তরের সহ,
দেশ সে যে দিল দেখা ব্যবধানরূপে দুস্তর দুঃসহ।
কাল সে সহস্রপল, অলস, নিঠুর, প্রহরের সনে
বুকে চাপে অণুদিন চিনিলাম তায় দুঃসহ যাপনে।

নিকটে ও দূরে।

নিকটে যবে রহগো দেবি, তখনো বহুদূর,—
হৃদয়ে তোমা পেয়েও নহে মানস পরিপূর।
সুদূরে যবে রহগো তুমি, তথনো রহ কাছে,—
নয়ন দুটী শাসন করি' সকল কাজে আছে।

নিকটে যবে রহগো দেবি, জীবন আঁখিময়,—
লক্ষ কোটী নয়ন ছাড়া কিছুনা মোর রয়।
সুদূরে যবে চলিয়া যাও, নয়ন-মন-হারা,
আমার আর কিছুনা থাকে তোমার স্মৃতি ছাড়া।

জাপানী কবিতা।

প্রকাশ।

নদীতীরে শরগুলি   দাঁড়ায় যা শির তুলি'
তাদের ঢাকিয়া ফেলা, তাও সোজা লাগে,
লুকান কঠিন মোর,   ছিঁড়িয়া হিয়ার ডোর
যে পীরিতি গণ্ডে মুখে রক্ত রাগে জাগে।

শপথ।

দোঁহার অঞ্চল আজি অশ্রু জলে গেছে ভিজি,
শপথ—এ প্রেম হোক অটুট অক্ষয়,
যতদিন দীর্ঘ চারু গিরি 'পরে দেবদারু
সিন্ধুর অতল জলে নাহি পায় লয়।

পুনর্ম্মিলন।

আজিকে পাষাণপুঞ্জ নদীরে করেছে ভাগ,
দুই দিকে বহে দুই আধা;
তার ত ক্ষমতা জানি, অচল, নারিবে দিতে
পুনরায় মিলিবারে বাধা।

পাণিগ্রহণ।

প্রসারিত হস্তখানি আজি ওগো লয়ে টানি'
উপাধান করি' সুখে পারিগো ঘুমাতে,
একটি রাত্রির শুধু সুখের স্বপন লাগি'
এ পবিত্র শির মম পারিনা বিকাতে,
বাহুখানি মূল্য যদি নাহি পাই হাতে।

আগে ও পরে।

মরণে ছিল না ভয় জীবনে ছিল না সুখ
তোমারে দেখিনি যবে হে মনোমোহন,
এখন জীবন মম যত দীর্ঘ হোক্ কেন,
মনে হয় যেন ইহা সুখের স্বপন।

অভিমান ও মিলন।

অগ্নি-গর্ভ গিরি যথা অনল পুষিয়া
ধূমরাশি করে পরিহার,
অভিমানে দৃপ্তহৃদি গুমরি' গুমরি'
দীর্ঘশ্বাস ত্যজে বার বার।
যথা ঝঞ্ঝা রুদ্র মেঘ-গর্জ্জনের শেষে
বর্ষণেতে শীতল ভুবন,
উগ্র বাগ্‌যুদ্ধ শেষে প্রিয়জন সহ
আঁখিজলে তেমনি মিলন।

শিশুর প্রতি।

(অন্নপ্রাশন দিনে)

শুক্ল দ্বিতীয়ার চাঁদ সোণার বরণ,
মন্দাকিনী নীরে ভাসি' আয় হেলি' দুলি';
দেব শিশুদের স্বর্ণ তরণী শোভন,
ছায়াপথে নেমে আয় সুধা ঢেউ তুলি'।
শিশু অনঙ্গের রাঙা চরণ-পরশে
কবে তুই হলি সোণা? সবিতার চুমে
জ্যোতিঃপুঞ্জ অঙ্গে তুই জাগিলি হরষে;
কোন্ কাল-সিন্ধু-নীরে ছিলি তুই ঘুমে?
নন্দনের আশীর্ব্বাদ, বৈকুণ্ঠ-বারতা,
আজি বহে আন্ তুই, রে আঁখি-তর্পণ,

অনিমিত্ত হাসিরাশি দেববোধ্য কথা,
কর্ণপুটে আঁখিপাত্রে করি রে সেবন।
পূর্ণচন্দ্র হয়ে তুই জাগিবি কখন,
তার লাগি' চেয়ে আছে অযুত নয়ন।

বিধাতার শিশু দূত, কোন্ গুরুভার
লয়ে তুমি মর্ত্ত্যধামে এসেছ নামিয়া ?
ধাতার নিকটতম ! গাত্রগন্ধ তাঁর
পাই যেন তব মুখ চুমিয়া চুমিয়া।
কোন্ মহাপুরুষের শিশুমূর্ত্তি তুমি,
জানি না,—আশীষ দিতে শিহরি যে ডরে ;
যশোদার হৃদিনন্দ ধনে কিরে চুমি ?
এসেছ কি ছলিবারে কাঙালের ঘরে ?
যদি এলে, সুখে দুখে তবে ভাগ লও,
মানুষের গৃহে আজি লভি' অন্ন পান,
শিরে লয়ে ধান্য দূর্ব্বা মানুষের হও,
অবতীর্ণ হয়ে তা'র পূর্ণ কর প্রাণ।
তব স্বরগের জাতি করিয়া হরণ
জগতের অন্নসত্রে করিনু বরণ।

সন্তান।

মম অঙ্গ বিগলিত প্রেমমূর্ত্ত স্নেহের সার
প্রাণমন জুড়াল মরি রে !
আমার চৈতন্য ধাতু করি মূর্ত্তি পরিগ্রহ
প্রাদুর্ভূত হল কি বাহিরে ?

আনন্দ-তরঙ্গাহত মম ক্ষুব্ধ হৃদয়ের
একি পূত অভিষ্যন্দ ধারা!
পরশে আমার অঙ্গে কে তাপ জুড়াল ঐ
অমৃতের রসস্রোত দ্বারা?

ব্রহ্মক্ষত্র।

(উত্তররামচরিত)

তূনীর দুইটি দুলিছে পৃষ্ঠে, লম্বিত শিখাগুচ্ছ
করিছে পরশ শায়কগুলির কঙ্কপাতার পুচ্ছ।
পূতলাঞ্ছনে চিহ্নিত হৃদি যাগের ভস্মপুঞ্জে,
রুরুর চর্ম্ম স্কন্ধে, ফিরিছে আশ্রম-বন-কুঞ্জে।
মৌর্ব্বী মেখলা দৃঢ়নিবদ্ধ রাঙা অধোবাসখণ্ড,
করে কার্ম্মুক অক্ষমালিকা আর পিপ্পল-দণ্ড।

শিশুর স্বর্গ

(হুডের অনুসরন)

যখন ছিলাম শিশু আকাশে চাহিয়া
ভাবিতাম স্বর্গ বুঝি মাথার উপর।
বুঝি তাহা পাওয়া যায় হাত বাড়াইয়া,
তাই চাঁদ ধরিবারে বাড়াতেম কর।
ক্রমে যত বড় হই চাহি ঊর্দ্ধ দিকে,
দেখি স্বর্গ নির্ব্বাসিত কল্পনার বনে।
এবে ভাবি মনে মনে নানা ছল শিখে,
কোথায় আবার স্বর্গ অনন্ত গগনে?

যবে আমি শিশু ছিনু স্বর্গ ছিল মোর,
ছিল তাহা মনোরম ঘেরিয়া আমায়,
ক্রমশঃ লাগিল চোখে সংসারের ঘোর,
সুখের স্বরগ-ভূমি হারালেম হায়!
হায় যদি মরিতাম সেই শিশুকালে
সুখময় চির স্বর্গ ঘটিত কপালে।

মর্ত্ত্যমাতার প্রতি।

হে জননি, বাঁধিওনা সুদৃঢ় বন্ধনে,
প্রিয় হ'তে প্রিয়তর করোনা আমায়।
নিয়োনাক বক্ষে চাপি, বুলায়োনা কর
মলয়-অঙ্গুলি দিয়া। চন্দ্রিকা অধরে
খেওনাক আর চুম. পাড়াওনা ঘুম
তটিনীর কলস্বনে, কুসুমবর্ষণে,
করোনা জননি, মোরে আদুরে দুলাল,
অঞ্চলের নিধি করি' রাখিওনা বাঁধি'।
ধূলি মাটী মেখে সদা বিমুক্ত প্রান্তরে
ছুটিয়া বেড়াতে দাও, বিক্রম প্রকাশি'
রোগ-মুক্ত, মুক্ত দেহ শঙ্কাহীন হাসি,
তুচ্ছ করি শোক দুঃখ লোক-নিন্দা যশ।
প্রবাসে যাইতে হ'লে বিদায়ের কালে
ক্ষুণ্ণ মনে ভাসি নাক যেন আঁখি-জলে।

তুলসী।

ওগো গৃহি, বড় যত্নে পালিয়াছ মোরে,
শীতল সলিল ঢালি' বৈশাখ বাসরে,
মৃণ্ময় প্রদীপ জ্বালি' আঁধার সন্ধ্যায়,
তুষিয়াছ চিরদিন শাঙ্গেয় ঝারায়।
আজি তার প্রতিদান করহ গ্রহণ,
পথের সম্বল কিছু করিব অর্পণ।
ঐ দেখ তব প্রিয় স্বজন আত্মীয়ে
মরণ-মুহূর্ত্তে স্থান দেয়নিক গৃহে।
আঁকড়ি' ধরেছি তোমা মরণের তীরে,
মুদ' বৎস, ক্লান্ত তব আঁখিযুগ ধীরে।
আমি হরিপ্রিয়া তোমা করি আশীর্ব্বাদ
কাণ্ড…। ক্ষমিল তব শত অপরাধ।
শুনোনা [illegible] রোদনের বোল,
মোর সনে বল বৎস "হরি হরি বোল!"

তুচ্ছ।

চরণতলের দূর্ব্বা সেও ত বেদীর শীর্ষে উঠে,
সলিলতলের পঙ্ক মলিন তাতেও কমল ফুটে।
কালীর প্রলেপ কজ্জল সে যে নয়ন করেগো আলো,
কীটের লালার চৈনাংশুক অঙ্গ শোভায় ভালো।
পলিত পত্র যোগের সহায়—ঋষির ভোগ্য সে,
ঘৃণ্য কি আছে? সকল তুচ্ছ উচ্চের প্রশ্রয় যে।

পলিত পত্র।

"একে একে সব সাথী করেছে প্রয়াণ,
শীতের শীতল বায়ু সতত কাঁপায়।
আর কেন, ওহে পত্র, পাণ্ডু ম্রিয়মান,
এখনো তরুর গায়ে আছ কি আশায়?"

"গেছে সব তাহে কিবা? শীতের সমীর
পলে পলে মৃত্যু আনে শিহরিয়া কায়া!
ভাবিয়াছি শেষ বিন্দু বুকের রুধির
শুকাইয়া কিসলয়ে দিয়ে যাব ছায়া।"

প্রয়াগ-সঙ্গম।

(রঘুবংশ)

কাল যমুনার কলতরঙ্গে অঙ্গ মিশায়ে কিবা,
হের সুন্দরী—শোভিছে গঙ্গা অপরূপ ঐ বিভা!
মুক্তামালার ফাঁকে ফাঁকে যেন নীলমণিগুলি রাজে,
ইন্দীবরের শোভা যেন শ্বেত পদ্মের মাঝে মাঝে।
যেন ছায়ালীন চন্দ্র-আলোক আঁধারবক্ষে আঁকা,
হরিচন্দন রচনার সাথে যেন কালাগুরু মাখা।
বিভূতিভূষিত হর কলেবর কৃষ্ণ ভুজগ তায়,
শুভ্র শারদ মেঘান্তরিত সুনীল অভ্র ভায়।
মানসের পথে মরালের দলে যেন নীল হাঁসগুলি,
হের বরাঙ্গি, গঙ্গার সনে যমুনার কোলাকুলি।

দূর্ব্বা

তুচ্ছ দীনা হীনা আমি এ বিপুল ভবে,
জনমেছি পদতলে ধরণীর বুকে।
পদধূলিকণা শিরে দিয়ে যাও সবে,
ধন্য হোক লক্ষ জন্ম মরে যাই সুখে।
মম দৈন্যে ব্যথা পেয়ে ওগো সুধীগণ,
দেবতার অর্ঘ্য করি দিতেছ গৌরব,
আমি ধাত্রী-ধরা-অঙ্গে শ্যাম শিহরণ,
কাড়িয়া লয়ো না মোর সেবার বৈভব।
পাষাণ মূর্ত্তির পায়ে শিলা বেদিকায়
নীরস নির্জ্জীব হব শুষ্ক হ'য়ে ত্রাসে,
জীবন-দেশের পায়ে রসকণিকায়
অক্ষয় যৌবন মম প্রেমানন্দে হাসে।
মন্দিরে পূজারী বিপ্র যেন নাহি হই,
বিশ্বের সেবায় যেন শূদ্র হ'য়ে রই।

বিশ্ব-স্থিতি

সৃজনের পবদণ্ড প্রলয়ের আদি,
স্থিতি নাই! স্থিতি নাই! জন্মান্ত, সমাধি
সৃষ্টির মারণ-মন্ত্র ধ্বনেছে যখন,
রুদ্র তেজে লম্ফদানে প্রলয় তখন
উঠিয়াছে হুহুঙ্কারি' লোহিত-লোচন,
গ্রাসিতে সমগ্র সৃষ্টি ব্যাদানি' বদন।

আকর্ষণে, বিকর্ষণে, পদ-প্রহারণে,
আবর্ত্তনে, বিবর্ত্তনে, শ্বাসের তাড়নে.
শ্রান্তিহীন, শান্তিহীন, আস্ফালিছে অহ,
লক্ষ পক্ষ ঝাপটিয়া, আর রক্ষা নাই।
ক্ষণে ক্ষণে ভ্রূভঙ্গিমা, ক্ষণে অট্ট হাসি,
কখনো বদনে ঝরে রক্ত রাশি রাশি।
স্থিতি নয়! মৃত্যু-মন্ত্রে নিদ্রিত প্রলয়
জাগিয়া উঠেছে বিশ্ব ক . . . . ক্ষয়।

মাধ্যাকর্ষণ

জানিনাক—চিনিনাক কেবা নিউটন,
বলিয়াছে জড় দ্রব্য করে আকর্ষণ।
চিরদীপ্ত . . . . কুণ্ড চারি পাশে
ঘুরিতেছ নিশিদিন মঙ্গলের আশে।
আপনার সন্তানেরে দিয়ে কোটি পাণি
ও বক্ষের অন্তরালে নিতে চাহ টানি।
হে জীব-জননি, তব . . . . :
জড়ায়ে অঞ্চল সনে . . . . . য়ে।
বক্ষের নিভৃত কক্ষে করায়ে . .
কোটী জীবে স্তন্যদানে করিছ পা . . ।
উত্তাপে পাইলে ব্যথা . . স্মার অঞ্চলে
ঢাকিয়া পাড়াও ঘুম তব অঙ্কতলে।
নহে মধ্য আকর্ষণে,—স্নেহ-আকর্ষণে
হে বৎসলা বুকে টানি' রাখ . . . নে।

নিদাঘ।

দুয়ারের দুইপাশে যায় গড়াগড়ি
শুষ্ক দুটি কলাগাছ—ছিন্ন, রসহীন ;
আধ ভাঙ্গা ঘট দুটি রহিয়াছে পড়ি,
ছিল যাহা বারিভরা সেদিন নবীন।
দেবালয়ে থামে থামে ফুলপাতাগুলি
শুকাইয়া ঝুলিতেছে,—উঠে মরমরি।
মুছে গেছে আলিপনা, উড়ে আসে ধূলি,
আঁকা আছে কালী রেখা দেয়াল উপরি
আঙ্গিনাতে আটচালা, করে রোমন্থন
দুটি গাভী শুয়ে তথা, ঘুরিছে কপোত,
গৃহমাঝে পড়ি' আছে শূন্য সিংহাসন,
উচ্চ মঞ্চ পুরোভাগে নাহি নহবৎ।
বাসন্তী লক্ষ্মীর পূজা হ'য়ে গেছে শেষ,
নিদাঘ এ গৃহমাঝে করেছে প্রবেশ।

উষার দ্বিরাগমন।

কার্ত্তিকেরি শুভদিনে নীল বিমানে চড়ে'
ত্রিদিব হ'তে উষা মোদের চল্লো শ্বশুর ঘরে।
নয়ন দুটি অশ্রুঢাকা, অধর-পুট হাস্যমাখা,
সোনার দেহ ফুলের মালায় বিভূষিত করে,'
ত্রিদিব হ'তে উষা মোদের চল্লো শ্বশুরঘরে।

নূতন দেশে পতির সনে জীবন যাপনায়
চল্লো উষা, তাইতে তাহার কিরণহাসি ভায়।
চল্লো ছেড়ে মাতা পিতা, তাইতে ঈষৎ বিষাদিতা,
নয়নপুটে শিশির-নীরের বিন্দুগুলি তায়,
হেসে কেঁদে উষা মোদের শ্বশুরঘরে যায়।

ধানের ধূলি।

উড়িলে ধানের ধূলি নাসায় বসন তুলি'
নব্য সভ্য যুবক যখন,
"একি অসভ্যের দেশ! যন্ত্রণার এক শেষ।"
বলি' দূরে করে পলায়ন,

দুই হাতে ধূলিরাশি মাখিয়া কৃষক হাসি'
হর্ষ-গদগদ ভাবে কয়—
"চিরদিন এই ধূলি মাখি যেন সব ভুলি'
এই ভাগ্য জন্ম জন্ম হয়।

এ ধূলি সোণার বাড়া, জীবনে হয়োনা হারা,
চিরদিন মোর দেহে র'য়ো,
রোগের ঔষুধ তুমি, লক্ষ্মীর জনমভূমি,
মরণের শেষ শয্যা হ'য়ো।"

দিবার সহমরণ।

রণক্ষেতে রথিবর রবি
জয়ী হয়ে ত্যজিল পরাণ ;
দাঁড়াইল তা'র চিতা ধরি'
পশ্চিমের গগন-শ্মশান।
এলোচুলে দিবারাণী তাই
পট্টবাস পরি' হাসিমুখে
অনুমৃতা হ'তে ছুটে যায়
ঝাঁপ দিয়া সে চিতার বুকে।
মঙ্গল-সঙ্গীত গায় পাখী.
হেরে নর নির্ণিমেষ আঁখি।

ধূলি

হা ধূলি, তোমায় কেমন করিয়া কঠিন চরণে দলি ?
প্রাণহীন হ'য়ে তপ্ত শয়নে আজি পড়ে আছ বলি'।
আমিও ছিলাম তোমারি ত মত
নীরস ধূসর, যুগ কত শত,
আজিকে না হয় মানবাত্মার অনলে উঠেছি জ্বলি'।
সে কথা স্মরিয়া, হা ধূলি, তোমায় কেমনে চরণে দলি ?

আজ যাহা আছে চরণের তলে প্রাণহীন কণা অণু
কালি তাহা পাবে নিয়মের বলে সবল জীবিত তনু।

কালি যদি তুমি গজরাজ হয়ে
ধরার রাজারে গৌরবে বয়ে
আমার অস্থি-চূর্ণ তূর্ণ উড়াইয়া যাও চলি',—
সে কথা স্মরিয়া, হা ধূলি, তোমায় কেমনে চরণে দলি ?

আলোক-বধূ।

চিনেছি চিনেছি চিনেছি তোমায় তুমি যে মোদের দিনের আলো ;
হয়েছ অন্তঃপুরিকা আজিকে বুঝেছি বুঝেছি চিনেছি ভালো।
বুঝিয়ে আজিকে গোধূলি লগনে,
শঙ্খ যখন বাজিল সঘনে,
বিবাহের শুভদৃষ্টি গগনে করিল চারিটি নয়ন কালো।
ঝিল্লী নূপুর বাজায়ে শোভনে,
পশিলে তখন পতির ভবনে,
বাতায়নে মুখচন্দ্রে তোমার তারপর হতে কিরণ ঢালো।
তোমার গায়ের হীরা সোনা মোতি,
ফুটাইল কিবা তারকার জ্যোতি,
গৃহ দেউলের ছায়াপথে তুমি সেই হ'তে ঘৃত প্রদীপ জ্বালো।

অগ্রদূত।

নিভৃতে যবে কমল ফুটে গন্ধে রসে আলোকে,
তাহার কানে ভ্রমর গাহে হরষে,
মাদক তানে বাড়ায়ে দেয় ফোটার মৃদু পুলকে,
ফুল-জীবন শিহরি' পাখা পরশে।

বল্লরী।

অরুণ রাগে তরুণী উষা যখন আসে গোপনে,
শুকতারাটি ছুটিয়া আসে আগায়ে,
রবিরে পাছে বরিতে ভুলে রহি বিঘোর স্বপনে,
উজলালোকে তুলে সবারে জাগায়ে।

গভীর শ্যাম নীরদ যবে ঘনায়ে আসে আকাশে,
চাতক ছুটে কাতরে বারি চাহিয়া,
জগ-জনেরি তৃষা-তাপিত জীবন-জ্বালা প্রকাশে
আবাহনের করুণ তান গাহিয়া।

যবে জাতীয় জীবন-জ্যোতিঃ জাগিতে রহে নীরবে,
প্রভাতী গীতি বাজে কবির শানায়ে,
সে কথা কবি রটায় আগে হরষ-ভরা গরবে,
সুপ্তি হতে জাগার তৃষা জানায়ে।

কালিদাস।

আজি ওগো মহাকবি, তব সিংহাসন
সুর-কবি-কুল মাঝে শোভে অমরায়,
আজি তব গীতি সনে কিন্নরী-নর্ত্তন,
উর্ব্বশী ঘৃতাচী রম্ভা শিষ্যা তব পায়।
কুমার, জয়ন্ত, বুধ ফেলি শরাসন,
শিখিছে তোমার পাশে বাজাইতে বীণা,
যক্ষনারী করিয়াছে তোমার বরণ,
তন্বী শ্যামা মধ্যক্ষামা আজি নহে দীনা।

কঞ্চুকী সমান, দেব-শুদ্ধান্তের গেহে !—
ঔশীনরী ইন্দুমতী শকুন্তলা সীতা
যথায় জননী কিম্বা ভগিনীর স্নেহে
করিছে তোমার সেবা প্রীতি-পুলকিতা।
অকাল বসন্তে যার দুঃখে কেঁদেছিলে
বসন্তের পুষ্পরাশি সে আজি যোগায়,
নব বরষায় যারে হৃদয়ে ধরিলে,
সে আজি পরায় হার তোমার গলায়।
পুরুরবা ধরে ছত্র তব শীর্ষ'পর,
দুষ্মন্ত করিছে তব চামর ব্যজন,
তোমার আদেশে বাণ ছুঁড়ে পঞ্চশর,
পুষ্কর দৌত্যের কাজ করে অনুক্ষণ।
আজো যেন শিশু আছে সে সর্ব্বদমন,
ঘুরিতেছে যেন তব ধরিয়া অঙ্গুলি।
করিছ বাল্মীকি সাথে বাণীর পূজন,
ষড়ঋতুজাত পুষ্প একই কালে তুলি'।
কহিতে যাদের কথা মর্ত্ত্যের প্রবাসে
আজি তারা সকলেই আছে তব পাশে।

স্মৃতি।

অতীতের শৈল-শৃঙ্গে জনম লভিয়া
জীবন-ভূখণ্ড বাহি স্মৃতির তটিনী
ছুটিতেছে নিত্য নব উপনদী নিয়া,
পীনতনু খরস্রোতা অশ্রান্ত-বাহিনী।

বল্লরী।

করি জীবনের ভূমি সুশ্যামায়মান
বিতরিছে দুইধারে সম্পদ প্রতুল,
হৃদি-অধিবাসিগণ করি' স্নান পান
গড়িয়া তুলেছে গ্রাম নগর অতুল।
অশ্রুবৃষ্টিপরিপুষ্টা কখনো গম্ভীরা,
বন্যায় উথলি' কভু তট-উন্মাথিনী,
জ্যোছনা মাখিয়া কভু স্থির শান্ত ধীরা
গাহিছে অতীত কথা মধুরনাদিনী।
মহাবিস্মরণ—সেই মৃত্যু-জলধিতে
যতক্ষণ না মিশেছে রহিবে চলিতে।

প্রতিধ্বনি।

দেবকণ্ঠচ্যুত বাণী পড়িয়া ধরায়
অপমরণের মাঝে জীবন হারায়;
প্রেতাত্মা রহিল তার প্রতিধ্বনিরূপে
ঘুরে সদা গুহাবনে, বৃক্ষে, শৈলে, কূপে।
অট্টহাসে ব্যঙ্গ করে প্রতি শব্দে তাই,
এ প্রেতের লাগি বিশ্বে কোনো গম্য নাই।
ভূতের উৎপাত এযে বিষম ব্যাপার,
নীরব করাতে চাহে সমগ্র সংসার।

সঙ্গীত ও মাধুরী

গাছে বসি' পাখী গাহি সুমধুর
গান,
ফলের সুরসে মাধুরী করিল
দান।
কুসুমের বনে গাহি' গুঞ্জন
গীতি
অলি, ফুল-মধু মধুর করিছে
নিতি,
গুণ গুণ গানে গাহিয়া দোহন
কালে,
গোপের তনয়া গোরসে সুরস
ঢালে।
চির দিন ধরি' গাহিয়া প্রেমের
সুর,
করিয়াছে কবি প্রেমে এত সুম-
ধুর।

ঘর ও ক্ষেত।

বহুদিন রৌদ্রদীর্ণ অনাবৃষ্টি পরে
আজিকে বরষে জল মুষল ধারায়,
কৃষক কৃষাণী দোঁহে আজি নৃত্য করে
জলে ভিজি' কাদা মাখি' গৃহ-আঙিনায়।

বল্লরী।

ঝঞ্ঝায় বর্ষণে গৃহ যায় চূর্ণ হয়ে,
নাহিক ভ্রূক্ষেপ তাকে সব যায় ভেসে,
"এস এস হে ঠাকুর হেন বর্ষ' লয়ে
না থাকে ঘরের চিহ্ন" কহে চাষা হেসে।
"তুঁই আর গাছতল কর মোর ঘর
ঘর গেলে হবে ঘর নূতন-ছাউনী,
তুঁই গেলে ফিরিবে না। ঘরের ভিতর
মরে থাকা হতে ভাল ক্ষেতের খাটুনী।
তুঁই যদি নাহি হও আজি ঘর দোর
চিরতরে তরুতল ঘর হবে মোর"

মৃত্যু-বীজ

বাল্য দোলনা দোলে আনন্দের সমাধি উপরে থাকি,
শিশুর খেলানা উজ্জ্বল হয় ... তাব আলোক মাখি।
স্তন্যের সহ বিষকণা দেহে লালসা হইয়া ফিরে,
সূতিকা হইতে রহে মরণের রক্ত পরিধি ঘিরে।

সাধের মরণ।

এহেন জ্যোছনাময়ী বাসন্তী নিশায়
সৌন্দর্য্য সুস্বন গন্ধ ভুলাইছে দে ।
"কি হইতে কি করিতে এবে সাধ যায় ?"
আমারে শুধায় যদি লীলাচ্ছলে কেহ,
আমি তবে বলি "বন্ধু এ অমৃত ক্ষণে
সব হতে বরণীয় সুখের মরণ,—

এমন রজনীরূপা জননী-চরণে
মাথা রেখে দীপ্তিমাঝে প্রাণ-বিতরণ।
জানিনাক কোন অন্ধ কলুষিত সাঁঝে
কোথা কোন মরুবুকে ত্যজিব ভুবন,
প্রাণ যদি যায় এই মহাপ্রাণমাঝে
আহা তবে এ মরণে অনন্ত জীবন।
হেন শুচি, পূতরুচি, মম প্রাণ নিয়া
কলঙ্কিত করিবে কি শুভ্রতার হিয়া ?"

তিন ভাই।

কবি কয়—"চাঁদ মোর সুবর্ণের থালা,
তারাগুলি অগ্রথিত মুকুতার মালা।
স্বর্গরাজ রাজে মেঘে নীলাম্বরপরা,
দামিনী তাহার হাস্য—প্রেমানন্দে ভরা।
বৈজ্ঞানিক বলে—"মূঢ়, চন্দ্র এক গ্রহ,
গগনে অসংখ্য তারা—উপগ্রহ সহ।
জমে মেঘ ধূমভেদ ঘাতিতঃবায়ুসন্নিপাতে,
তাড়িত অনল উঠে ঘরষণে তা'তে।"
দার্শনিক কয় হাসি—"সবি যে গো মায়া,
অনিত্য অধ্রুব লয়ে মত্ত আছ ভায়া।
সবি যেগো মনোময়, হেরিছ স্বপন।
জড় ও চেতনে হলে প্রকৃতি-রূপণ।"
অভিমানে দুখে কবি কহিল কাঁদিয়া,
"সাধের সংসার দাদা দিওনা ভাঙ্গিয়া।"

আয়োজন ও বিসর্জ্জন।

এ প্রতিষ্ঠা, আয়োজন বিসর্জ্জন তরে,
সুসজ্জিত রম্য হর্ম্ম্য, ধূলি তার শেষ।
শুইবারে প্রলয়ের ক্রোড়ে ঘটা করে',
এ বিশ্বের এত রূপ মনোহর বেশ।
অভ্যুত্থান উচ্চে ভেদি' অনন্ত আকাশ—
বাড়াইতে পতনের গুরুত্ব কেবল,
বহু আঁটুনিতে ধরি' বাঁধিতে প্রয়াস,
সে শুধু গ্রন্থিটি করা শিথিল বিকল।
স্নেহে প্রেমে জড়ান' যে, সংযোগ স্থাপন
ছাড়াইতে বাড়ান গো মরম পীড়ন ;
মিলনেরে করিবারে দীর্ঘ চিরন্তর,
শুধু গো বিচ্ছেদ তরে সাধের মিলন।
জীবনের সাজ সজ্জা এই আয়োজন
মরণের মহাযাত্রা করার কারণ।

লালন

প্রাচীর-বেষ্টিত গেহে অমুক্ত সমীরে
মিলি' অশিক্ষিত জনে, নিভৃত তিমিরে
মানব কেমনে শিখে ? মানব কেমনে
তথায় মানুষ হয়, তাই ভাবি মনে।
যথা নাই মুক্ত বাত,—অঞ্চল বাতাস
স্নেহময়ী জননীর, সাদর আশ্বাস

তটিনীর কল-স্বনে, পত্রের মর্ম্মরে
চলিবার শিক্ষা নাই হাঁটি হাঁটি করে,'
পক্ষিরবে, আধভাষা। চন্দ্রকার চুমে
জননীর চাঁদ ডাকা নাহি আধ ঘুমে।
মার কোল ছাড়া শিশু শিখিবে কোথায়?
কে জীবনে মাতৃস্তন্য হারাবে হেলায়?
জননী জীবিত, তবু কিসের লাগিয়ে
শিশুটি মানুষ হবে ধাত্রীস্তন্য পিয়ে?

বন্দনা।

করুণাময় তরুণারুণ বিপুলায়ত আঁখি হে।
রাধাপরশ-হরষে যেন বরষানীপ শাখী হে।
তরলীকৃত মুনিমানস-পাষাণ তব হাসিতে,
ঢাল গো তব দন্ত-রুচি ভ্রান্তিতমোরাশিতে।

কলিত করকমল [illegible] কিবা বাঁশরী,
মৃণালে যেন [illegible] মরাল গ্রীবা, আ মরি!
গোকুলে গোপ-[illegible] প্রেম-নিগড়-ব[illegible]-
বন্দি তোমা বৃন্দাবন-[illegible]-নন্দা।

গ্রন্থকারের অপর কাব্য

'পর্ণপুট' সম্বন্ধে মতামত।

ভারতবর্ষ —পর্ণপুটের কবিতাগুলিতে সার আছে—সত্য সুন্দর ও মঙ্গলের সমাবেশে এগুলি হৃদয়গ্রাহী। ছন্দের ঝঙ্কারও বড় মিঠে। পাঠকবর্গকে অনুরোধ করি তাঁহারা ক বতাগুলি মনে মনে না পড়িয়া যেন আবৃত্তি করেন, তাহা হইলে ছন্দোমাধুর্য্যে ও ভাষাচাতুর্য্যে চমৎকৃত হইবেন। যাঁহারা তরুণ তাঁহারা প্রেমগীতিগুলি পড়িতে পারেন। সে গুলিতে মাধুর্য্য আছে, কিন্তু তীব্রতা বা উদ্দামতা নাই। গ্রন্থারম্ভে বঙ্গবাণী কবিতাটি কবির জননী বঙ্গভাষার প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সূচিত করে। 'জননীবঙ্গ' কবিতাটি দ্বিজেন্দ্রলালের "বঙ্গ আমার জননী আমার" এর পার্শ্বে স্থান পাইবার যোগ্য। "ধর্ম্মক্ষেত্র" কবিতাটি প্রত্যেক ভারত সন্তানের হৃদয়ে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকা উচিত।

বৃন্দাবনগীতিগুলি পড়িতে পড়িতে প্রাচীন বৈষ্ণব কবিগণের ভাবরাজ্যে গিয়া পড়ি। এ যে চিরপুরাতন অথচ নিতুই নব। তরুণ কবির সকল পর্য্যায়ের কবিতাই মিষ্ট। সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্ট লাগিয়াছে পল্লীজীবনের অনাড়ম্বর অকৃত্রিম সরলতা শুচিতা ও মঙ্গল মূর্ত্তির চিত্রগুলি— 'পল্লীবধূ' 'বালিকাবধূ' 'শূন্যগৃহ' 'হাঘরে' 'কুড়ানী' 'কৃষকের ব্যথা'। শেষের গুলির করুণরস অতুলনীয়, পড়িতে পাড়তে চোখ ফাটিয়া জল পড়ে।

পরিশেষে বক্তব্য পুস্তকের ছাপা কাগজ মলাট সবই পরিপাটী। মুদ্রাকর প্রমাদ বড় একটা দেখিলাম না। তবে পুস্তকখানির নাম পরিচয়ে যেন একটু খটকা বাধিল—পর্ণপুট—না—স্বর্ণপুট ?

অধ্যাপক শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এম, এ,

নব্যভারত—কবি কালিদাস রায় কখনও উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে নগণ্য। পল্লীবধূর সৌন্দর্য্য ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতেছেন, কখনও বা অবজ্ঞাত কৃষক কৃষাণীর ব্যথায় ব্যথী হইয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। আর এই সকল চিত্রই প্রতিভার আলোকে উজ্জ্বল। প্রেম-কবিতাগুলিতে বঙ্গ-সমাজের দাম্পত্য প্রেমের চিত্রই অঙ্কিত হইয়াছে। ইহাতে একটুও উৎকটতা নাই, তিলমাত্র অস্বাভাবিকতা নাই। ইহা বঙ্গীয় পাঠকের প্রাণের তারে গিয়া আঘাত করিবে এবং হৃদয়ের মধ্যে অনুভূতির তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া আপনাকে সার্থক করিবে। তারপর আবার বৈষ্ণব কবিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তিনি কৃষ্ণলীলার রূপকে নর-নারীর যে প্রেম-বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন, তাহাও বাঙ্গালীর মন হরণ করিবে। * * *

কালিদাস বাবুর কবিতায়—কি ভাবে, কি ভাষায়, কি ছন্দে, কি ভঙ্গীতে—কোথাও চেষ্টার চিহ্ন একটুও নাই। হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ভাব যেন স্বত উৎসারিত হইয়া অজস্র ধারায় বহিয়া চলিয়াছে, ভাষা তাহাকে আলোকোজ্জ্বল করিয়া ইন্দ্রধনুবর্ণে সাজাইয়াছে, প্রকাশের আবেগ তাহাকে তাহার নিজস্ব ভঙ্গী দান করিয়াছে, এবং এই ভাব-প্রবাহের স্বাভাবিক মৃদু মধুর ধ্বনি সঙ্গীতের ঝঙ্কারে ছন্দে প্রকটিত হইয়াছে। বৈচিত্র্যে ও মাধুর্য্যে, ঝঙ্কারে ও স্বাভাবিকত্বে, এই ছন্দ ভাবকে কাণের ভিতর দিয়া মরমে আনিয়া দেয়।

আর্য্যাবর্ত্ত—কবি যাহা দেখিয়াছেন তাহাই বৃহৎ করিয়া দেশ কালের গণ্ডীর বহির্ভূত করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিয়াছেন—এই খানেই তাঁহার কৃতিত্ব, এই স্থানেই তাঁহার বৈশিষ্ট্য। এই গভীর অন্ত-র্দৃষ্টি—ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎকে দেখিবার ও দেখাইবার এই শক্তি—আলোচ্য গ্রন্থখানির অনেক কবিতাতেই আছে, অথচ ইহার সকলগুলিই শিল্প

হিসাবে অতি উচ্চশ্রেণীর। এই জন্যই এই সকল কবিতা পাঠককে যুগপৎ উন্নত ও প্রফুল্ল করে। কেবলমাত্র শ্রবণের উপরই মায়াজাল বিস্তার করেনা, কেবলমাত্র কল্পনাকেই রঙ্গীন করেনা—ইহারা হৃদয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে। * * * সার্ব্বজনীন সত্য প্রকাশ করার জন্য ইহার রচনা গম্ভীর ও সারবান্ অথচ সৌন্দর্য্যময়। কবি দার্শনিকের চক্ষু লইয়া জগৎকে দেখিয়াছেন এবং সৌন্দর্য্য ও রসের মধ্য দিয়া তত্ত্ব-কথা প্রচার করিয়াছেন।

বিজয়—"নবোদিত কবিগণের মধ্যে কালিদাস বাবুই সর্ব্বজন প্রিয়।"

যমুনা—পর্ণপুটের ছন্দোবৈচিত্র্য যথেষ্ট। কবিতাগুলি সরল সৌন্দর্য্যে শ্রীমণ্ডিত। * * রাধাকৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় কালিদাসবাবু অদ্বিতীয়। * * কবির ভাষা অনুপ্রাস ও যমক এবং অলঙ্কার ও উপমায় পূর্ণ। এতৎ ফলে রচনা শ্রুতিমধুর হইয়াছে।

বঙ্গবাসী—হিন্দুর ভাব বিকাশের দৃশ্যের আবিষ্করণে পুরাতন তথ্যকে সত্যসত্যই নবীকৃত করিয়া তুলিয়াছে। এরূপ স্বজাতি স্বধর্ম্ম স্বদেশ প্রীতির ভাব লইয়া আর কোনো কবি মাতৃভূমির স্বরূপ-বিকাশে অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই। ভাষায়, ভাবে, অলঙ্কারে, ঝঙ্কারে, অঙ্কনে চিত্রণে কবি শক্তিমান আলোচ্য কবির নিকট অনেক আশা আছে।

বসুমতী—নবোদিত কবিগণের মধ্যে কবি কালিদাসের রচনা আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা ভাল লাগে। হাত তালির গোলে না পড়িলে কবি অন্বর্থনামা হইতে পারিবেন।

হিতবাদী—পল্লীকবিতাগুলি পড়িতে পড়িতে চোখে জল আসে। বৈষ্ণব কবিতাগুলি মর্ম্মস্পর্শী ও সুমধুর।

বাঁকুড়া-দর্পণ—কি উচ্চ ভাবসম্পদে সমলঙ্কৃত করিয়া এই গীতি-কবিতাগুলি লিখিত!

দেশমান্য অশ্বিনীকুমার দত্ত—কবিতাগুলি পড়িয়া সত্য সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি। একবার মনে হয়েছিল এমন পুস্তকের নাম পর্ণপুট না রাখিয়া স্বর্ণপুট রাখা হইল না কেন? আবার মনে হইল—জগতের চিত্তহারিনী মাধুরী স্বর্ণে?—না—পর্ণে? বিশেষ পল্লীকবিতাগুলি পড়িয়া পর্ণপুট নামই যথার্থ মনে হয়, আর বলিতে ইচ্ছা হয়

"তোমার সবুজ কুঞ্জে গ্রামে পশি, সেবি মুক্ত বায়ু
হে সুকবি, জুড়াইল জ্বালা।"

কৃষ্ণবিষয়ক কবিতাগুলিতেও এই ভাবেরই প্রাবল্য। "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য" কবিতাতে ইহার চূড়ান্ত। আমার মনে হয় কবির এই খানেই বিশেষত্ব। কোন্‌টির কথা বলিব?—সকলগুলিই মনোহারী। চিত্রগুলি দেখিতে দেখিতে বলিতে ইচ্ছা করে—

"হৃদয়ের রক্তরাগে বিচিত্র অঙ্কিছে তব তুলি
অকুণ্ঠ উল্লাসে আসি নিত্যতাহে বিস্ময়মগন।"

বার বার মনে হইতেছে

"উদাস উদার হেথা পারাবার ভাতিছে বিশ্বরূপ,
তাহার কেশরে চরণ রাখিয়া নাচিছে বিশ্বভূপ,
তপন এখানে নিজ অক্ষয় ভাণ্ডার দেছে খুলে,
বিরাটের সেই বন্দনা-গান যায় অনন্ত-কূলে।"

সেই বিরাট, সেই অনন্ত, সেই ভূমা, সেই মহতোমহীয়ান্‌ কবির প্রাণটা বিশ্ব-জোড়া করিয়া দিন। ধন্য কবি! সার্থকনামা ধন্য!

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র—"তুমি শুধু কবি নও, তুমি প্রকৃত কবি।"

আচার্য্য অক্ষয়চন্দ্র—প্রিয়তম, তোমায় দেখি নাই—কাব্য পড়িয়াই ভালবাসিয়াছি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ—যেমন শব্দের ঝঙ্কার তেমনি ভাবের ঝঙ্কার। সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়ের বিচিত্র ও পবিত্র বাণী মাখামাখি ভাবে আছে। ভাষার সঙ্গে ভাবের বেশ মিল আছে।

সার গুরুদাস—আপনি বিনয়ের সহিত এই পুস্তকখানির পর্ণপুট নাম দিয়াছেন, কিন্তু কুসুমমালা বলিলেই ভাল হইত। ইহাতে গ্রথিত কবিতাকুসুমগুলি যেমন বিবিধ বর্ণে বিচিত্র, তেমনই প্রগাঢ় পবিত্র ভাব-সৌরভে পূর্ণ।

সুকবি বরদাচরণ মিত্র, জজ—তোমার পর্ণপুট বহুবার পাঠ করিয়াছি। ভাব ও ভাষার সৌন্দর্য্যে ও ছন্দের বৈচিত্র্যে নিরতিশয় আনন্দ লাভ করি। দিন দিন বঙ্গসাহিত্যের উন্নতি ও শ্রীসম্পাদন কর।

শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়—নব্য কবিগণের মধ্যে আপনার আসন উচ্চে। আপনার ভাষা মধুর ও ভাবানুগামিনী, ছন্দ সুখপ্রবাহে ছুটিয়াছে। পর্ণপুটের স্থলে স্থলে পড়িতে পড়িতে গা শিহরিয়া উঠে, চোখে জল রাখা দুষ্কর হয়।

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ—পর্ণপুটের কতকগুলি কবিতা আমার খুব ভাল লেগেছে। ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণে পর্ণপুটের কথা বলিয়াছি ও এক অংশ উঠাইয়া দিয়াছি। আপনি যে প্রকৃত কবি সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই।

শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতা—আপনার লেখনী অক্ষয় গৌরব লাভ করুক।

কিসলয় সম্বন্ধে প্রবাসীর মত—এই সকল ক্ষুদ্র কবিতায় কবিত্বের অবসর অতি অল্প। খুব বড় দক্ষ কারুকর ভিন্ন এই শ্রেণীর epigrammatic poemএ সাফল্য লাভ করিতে পারে না। নবীন কবি কালিদাস এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অধিকাংশ কবিতাই কবিত্বসংযোগে রস-মধুর।

কুন্দ সম্বন্ধে স্বর্গীয় কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের মত "কুন্দ পড়িলাম। ক্ষুদ্র অণুপ্রমাণ বীজের মধ্যে যেমন বনস্পতির জীবনৈশ্বর্য্য নিহিত থাকে, ক্ষুদ্র ডিম্বের মধ্যে যেমন পক্ষীরাজের গগনোন্মাখী বিক্রম ও প্রতাপ প্রচ্ছন্ন থাকে, এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানিতে তেমনি একজন ভবিষ্যতের সাহিত্যরথীর জীবনাঙ্কুর ও মুকুলিত শক্তি নিরীক্ষণ করিতেছি।"

*　　*　　*

পর্ণপুট স্বর্ণপুট করি বিতরণ, হে কবি, সার্থক হোক তোমার জীবন।
জননীর বক্ষ হতে স্তন্যসুধা হরি অর্ঘ্য তব ওগো কবি উঠিতেছে ভরি.
অক্ষয় অব্যয় হোক ভাণ্ডার তোমার, হে বাণীর বরপুত্র, লহ নমস্কার।
কোন্ অতীতের যুগে যমুনাপুলিনে উঠেছিল বংশীরব কোন্ শুভদিনে।
ছিনু বহুদিন ভুলি নিদ্রায় মগন— তুমি জাগাইলে কবি করুণ বেদন।
অতীতের চিতাভস্ম করি অপসার, দীনা পল্লীভূমি পানে চাহ একবার।
ঐ দীর্ঘ অট্টালিকা মানববিরল; সহস্র শ্বাপদপূর্ণ ঐ বনস্থল,
লতাগুল্মপরিবৃত ঐ জলাশয়, ধূপভস্ম শুষ্কপুষ্প ঐ দেবালয়,
ঐ তব জন্মভূমি দীনা কাঙ্গালিনী বক্ষে ধরি যুগান্তের নীরব কাহিনী
চাহিছে তোমার দান হেকবি তোমার মুক্তকরো মুক্তকরো অক্ষয় ভাণ্ডার।

রঙ্গপুর সাহিত্য-পরিষদের পক্ষ হইতে শ্রীকেশবচন্দ্র বসু।

*　　*　　*

ওরে মোর ক্ষুব্ধ ক্ষুণ্ণ অবসাদক্লান্ত হিয়া,
আয় আয় এই দিকে আয়,
যেখানে যা শূন্য আছে ভরে যাক, পূরে যাক,
বসি ক্ষণেকের তরে এ শীতল ছায়।
এ যে রে স্ফটিক-উৎস ঝরে বারি ঝরঝর
স্মৃতি-মূলে দিয়ে মৃদু দোল,
কভু গাহে ব্রজগাথা, কভু কৃষকের ব্যথা,
হাঘরেকে কভু দেয় কোল।
কুড়ানী কুধানী, কেহ নহে পর নহে পর
পল্লীবধূ মুগ্ধ মধু ভাষে,
দেশমনীষীরা তার শ্রদ্ধাবারিধারাস্নাত
তীর্থ যত চিত্ত-তটে হাসে
বিচিত্র প্রকাশে;
শ্রীক্ষেত্রে লুণ্ঠিতশির নীলিমায় ব্যাপ্তপ্রাণ
হে তরুণ কবি,
ধন্য আমি হেরিনু এ ছবি!

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।